ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

'জিগরা'র ভরাডুবির পর দক্ষিণে মন আলিয়ার!

পৃঃ ৫

পন্টিংয়ের উপর যে কারণে ক্ষেপলেন গম্ভীর

পৃঃ ৬

Digital Media Act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৪ সংখ্যা ঃ ৩০৯ ● কলকাতা ● ০১ অগ্রহায়ণ, ১৪৩১ ● রবিবার ● ১৭ নভেম্বর, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

তৃণমূল কাউন্সিলরের উপর

হামলায় বিহার যোগ! ধৃত নাবালক বৈশালীর, তথ্য দিল পুলিশ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ভর সন্ধেবেলা নিজের বাড়ির সামনের রাস্তাও যে এমন মৃত্যুপুরী হয়ে উঠতে পারে, তা তো দুঃস্বপ্নেও ভাবেননি কসবার তৃণমূল কাউন্সিলর সুশান্ত ঘোষ! অথচ চোখের পলকে ঘটতে যাচ্ছিল তেমনই ঘটনা। কলকাতা পুরসভার ১০৮ নং ওয়ার্ডের পুরপ্রতিনিধি সুশান্ত ঘোষকে লক্ষ্য করে ছুটে এল একঝাঁক গুলি।এই ঘটনার পর সুশান্ত ঘোষের সঙ্গে দেখা করতে যান স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, বিধায়ক জাভেদ খান, মন্ত্রী দেবাশিস কুমার। পৌঁছয় কলকাতা পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে কিনারা করার চেষ্টা চলছে। এই ঘটনার পর কাউন্সিলরের নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছে। এখন থেকে তাঁর সঙ্গে থাকবেন ৪ সশস্ত্র পুলিশ। তবে

এরপর ৩ পাতায়

শান্তি ফেরাতে এবার কঠোর পদক্ষেপ',

মণিপুরে নিরাপত্তা বাহিনীকে মুক্তহস্ত দিল কেন্দ্র

নয়াদিল্লি: নিউজ সারাদিন : গত কিছুদিন ধরে মণিপুরে নতুন করে হিংসা ছড়াচ্ছে। জিরিবাম জেলার তিনজন মেতেই মহিলার দেহ শুক্রবার অসমের শিলচরের মর্গে আনা হয়। মহিলা ও শিশুদের অপহরণে অভিযুক্ত ছিলেন কুকি জঙ্গিরা। তারাই কি হত্যাকারী? এই প্রশ্নের মধ্যেই একটি বিবৃতি জারি করে নিরাপত্তা বাহিনীকে মুক্তহস্ত দিল কেন্দ্র।কার্যত কেন্দ্রীয় নির্দেশনামায় মণিপুরে হিংসা রুখতে মুক্তহস্ত দেওয়া হল নিরাপত্তা বাহিনীগুলিকে। এছাড়াও একই নির্দেশিকায় গুরুত্বপূর্ণ মামলাগুলি দ্রুত তদন্তের জন্য এনআইএ-র কাছে হস্তান্তর করার কথা জানানো হয়েছে। পাশাপাশি সাধারণ মানুষের প্রতি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের বার্তা, "শান্তি বজায় রাখুন, গুজবে বিশ্বাস করবেন না। "রাজ্যে আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে এবং নিরাপত্তা বাহিনীকে সহযোগিতা করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।"শনিবার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের জারি করা বিবৃতিতে বলা হয়েছে, "গত কয়েকদিন ধরে মণিপুরের নিরাপত্তা পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে। উভয় সম্প্রদায়ের সশস্ত্র দুষ্কৃতীরা সহিংসতায় লিপ্ত হয়েছে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে প্রাণহানি হচ্ছে, আইনশৃঙ্খলা বিঘ্নিত হচ্ছে। (রাজ্যে) শান্তি ও শৃঙ্খলা ফেরাতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে বলা হচ্ছে সমস্ত নিরাপত্তা বাহিনীকে। কেউ সহিংস ও বিশৃঙ্খার কাজে লিপ্ত হওয়ার চেষ্টা করলে তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে।"

মমতার ফোন পেয়ে নতুন করে লড়াইয়ের বার্তা কাউন্সিলর সুশান্ত ঘোষের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : কসবায় তৃণমূল কাউন্সিলরকে লক্ষ্য করে গুলিচালনা, অল্পের জন্য প্রাণরক্ষা - শুক্রবার রাতের ঘটনা ঘিরে এই মুহূর্তে তোলপাড় শহর। গতকাল রাতে খবর পেয়েই সুশান্ত ঘোষকে ফোন করে খোঁজখবর নিয়েছিলেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বনেদ্যাপাধ্যায়। আর শনিবার তাঁকে ফোন করেন দলনেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

সুশান্ত ঘোষকে খুনের চেষ্টার অভিযোগে যারা এখনও পর্যন্ত ধরা পড়েছে, তারা ভিনরাজ্যের। পুলিশের জেরায় স্বীকার করেছে, খুনের জন্য আড়াই হাজার টাকা অগ্রিম সুপারি নিয়েছিল। তবে শেষমুহূর্তে বন্দুকের ট্রিগার জ্যাম হয়ে যাওয়ায় গুলি বেরয়নি বলে কাউন্সিলর প্রাণে রক্ষা পান। এনিয়ে কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম পুলিশকে নিশানা করে কড়া বার্তা দিয়েছিলেন। শনিবার দুপুরে তিনি সুশান্তবাবুর রাজডাঙার বাড়িতেও যান। পরিবারের সঙ্গে কথা বলে পাশে থাকার আশ্বাস দেন। তবে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে ফিরহাদের সঙ্গে একমত হলেন না সুশান্তবাবু। তিনি বললেন, "আমার মনে হয় না, পুলিশের শৈথিল্য আছে। ১২ ঘণ্টার মধ্যে পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে। গলসি থেকেও একজন গ্রেপ্তার হয়েছে বলে খবর পেলাম। তদন্ত চলছে। যেটুকু যা বাকি আছে, তাও পুলিশ দু-একদিনের মধ্যে সমাধান করে ফেলবে বলে আমি আশা করি।"জানিয়েছেন, দল পাশে আছে। শনিবার মমতার ফোনের কথা জানিয়েছেন সুশান্তবাবু নিজেই।

এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কাউন্সিলরের আরও বক্তব্য, শুক্রবার ঘটনার অভিঘাতে তিনি রাজনীতি থেকে সরে যাওয়ার কথা ভেবেছিলেন। কিন্তু দলের সমর্থন পেয়ে এবং এতদিনকার রাজনৈতিক কেরিয়ারের কথা ভেবে পরে মতবদল করেছেন। সুশান্তবাবুর কথায়, "নিজের বাড়ির সামনে এমন ঘটনায় আমি এতটাই হতাশ হয়েছিলাম যে সাময়িক অভিঘাতে রাজনীতি ছাড়ার কথা ভাবছিলাম। কিন্তু রাতে পরিবারের সঙ্গে আলোচনা করে সেই মত বদলেছি। এতদিন ধরে এখানে রাজনীতি করছি, মানুষের সেবা করেছি। এখন আমি এখান থেকে সরে গেলে এ ধরনের সমাজবিরোধী শক্তি আরও মাথাচাড়া দেবে। তৃণমূলে থেকেই এদের বিরুদ্ধে লড়তে হবে।"

মৃত্যুঞ্জয় সরদারের আটটি বইয়ের মধ্যে
কলকাতার কলেজ স্ট্রিটে
চারটি বই পাওয়া যাচ্ছে।
অন্যান্য বইগুলো সব বিক্রি হয়েছে।

কলেজ স্ট্রিটে
পাওয়া যাচ্ছে বইগুলোর নাম

ঈশ্বরী কথা আর
মাতৃ শক্তি
কলেজ স্ট্রিট
কেশব চন্দ্র স্ট্রিটে,
অশোক পাবলিশিং হাউসে

সুন্দরবন ও
সুন্দরবনবাসি
বর্ণপরিচয় বিল্ডিংয়ে
উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দিরে

কলেজ স্ট্রিট সারাদিন পাবলিকেশনের পাওয়া যাচ্ছে
আর্তনাদ নামের বইটি।
এই বইটি অনলাইনে বুক করলে পোস্ট অফিসে বাড়ি পৌঁছে যাবে।

যোগাযোগ নম্বর ৯৫৬৪৩৮২০৩১

আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (বাংলা মাধ্যম)

সরবেড়িয়া আন্-নূর মিশন

(বালক ও বালিকা পৃথক ক্যাম্পাস)
(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি) বিজ্ঞান ও কলা বিভাগ

E-mail : sarberia.annoor.mission@gmail.com ● Contact : 9732531171

২০২৫ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি সংক্রান্ত তথ্য (পঞ্চম থেকে নবম শ্রেণি)

পরীক্ষা কেন্দ্র সরবেড়িয়া আন নূর মিশন
সরবেড়িয়া, এফ.এস.হাট, ন্যাজাট, উঃ ২৪ পরগনা

ফর্ম বিতরণ চলছে (অফলাইনে)

ফর্ম জমা দেওয়ার শেষ তারিখ : ৩রা নভেম্বর ২০২৪
ভর্তি পরীক্ষার তারিখ : ১০ই নভেম্বর ২০২৪ রবিবার দুপুর ১২টা
ফলাফল প্রকাশিত হবে : ১৭ই নভেম্বর ২০২৪ রবিবার দুপুর ২টা

ফলাফল জানা যাবে www.annoormission.org
এই website notice board-এ

সফল ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবক/অভিভাবকা সাক্ষাৎকার ও
ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হবে ২২শে নভেম্বর থেকে ৩০শে নভেম্বর ২০২৪
ফর্মের মূল্য : ৫০.০০ টাকা

Girl's Hostel

Boy's Hostel

আবাসিক শিক্ষক চাই
বায়োলজি
এমএসসি অনার্স ও একজন
কম্পিউটার
টিচার লাগবে
সত্বর Resume mail করুন

ফর্ম পাওয়ার জন্য বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন ফর্ম বিতরণ কেন্দ্রগুলিতে

❖ সরবেড়িয়া আন নূর মিশন
সরবেড়িয়া, এফ.এস. হাট, ন্যাজাট, উঃ ২৪ পঃ
মোঃ - ৯৫৬৪০১১৯০৬ / ৯৭৩৪৫৪৯৫০৫

❖ নিউ বিশ্বাস জেরক্স
মুরারীসাহা চৌমাথা, ভেবিয়া, উঃ ২৪ পঃ
মোঃ - ৯৬০৯০৮২৪১৬

❖ আদর্শ শিশু নিকেতন
ভাঙনখালি, (কলতলা মোড়) বাসন্তী, দঃ ২৪ পঃ মোঃ - ৮১৪৫২৫০০৮০

❖ সাগরিকা লাইব্রেরী
বিজয়গঞ্জ বাজার, ভাঙ্গর, দঃ ২৪ পঃ মোঃ - ৯৭৩৫২৮০৪০৭

❖ আরফান আলি বিশ্বাস
দেবগ্রাম, কাটোয়া মোড়, নদীয়া মোঃ - ৯১৫৩৯৩২৯০৬

কর্তব্যে এক নিরলস পথযাত্রী

অবসরের পরেও চক ডাস্টার নিয়ে স্কুলে শিক্ষারত্ন

সন্ন্যাসী কাউরী

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : কর্মজীবন থেকে অবসর নিলেও কর্তব্যে অবিচল। স্কুল এবং ছাত্র-ছাত্রীদের স্বার্থে চক ডাস্টার হাতে নিয়ে নিরন্তর ক্লাস করে চলেছেন তিনি। তিনি স্কুলের প্রিয় শিক্ষক, শিক্ষারত্ন গৌতম কুমার বোস।

'শিক্ষকের কখনও অবসর হয় না' এই কথাটা সব সময় বলতেন তিনি। বলতেন এই বিদ্যালয়-ই আমাদের ভাত ঘর। আমাদের জীবনে সুখ সমৃদ্ধি, মান-সম্মান, যশ খ্যাতি যা কিছু সবই এই বিদ্যালয় থেকে। কাজেই বিদ্যালয় এবং ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য শেষ দিন পর্যন্ত কাজ করে যেতে হবে। কর্মজীবনে তো করে দেখিয়েছেন, কর্মজীবন থেকে অবসর নেওয়ার পরেও আজও তিনি সেই দায়িত্ব পালন করে চলেছেন। চাকরি হিসেবে নয়, আসলে শিক্ষকতাকে তিনি গ্রহণ করেছিলেন ব্রত হিসেবে। তাই গত জুলাই মাসে কর্মজীবন থেকে অবসর গ্রহণ করলেও আজও তিনি চক ডাস্টার হাতে বিদ্যালয়ে নিরন্তর পাঠদান করে চলেছেন। স্রোতের বিপরীতে দাঁড়িয়ে এরকম এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন পূর্ব মেদিনীপুর জেলার পাঁশকুড়া ব্লকের শ্যামসুন্দরপুর পাটনা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষক শিক্ষারত্ন গৌতম কুমার বোস। তিনি হয়ে উঠেছেন সকলের শ্রদ্ধাভাজন, জ্ঞান তাপস গৌতম, এলাকার মানুষের আপনজন। দায়িত্ব ও কর্তব্যে এক নিরলস পথযাত্রী গৌতম কুমার বোস।

১৯৮৮ সালের ২৫ মে, অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলার কোলাঘাটের সাহাপুর গ্রাম থেকে শিক্ষার প্রদীপ্ত মশাল হাতে নিয়ে শিক্ষকতাকে ব্রত হিসেবে গ্রহণ করে জীববিদ্যার শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন পাঁশকুড়া ব্লকের শ্যামসুন্দরপুর পাটনা উচ্চ বিদ্যালয়ে। তিনি তার কর্ম জীবন থেকে অবসর নিয়েছেন ৩১ জুলাই, ২০২৪ এ । দীর্ঘ ছত্রিশ বছর দু মাস ছয় দিন শিক্ষকতা করছেন একই বিদ্যালয়ে। গৌতম বাবুর কাছে বিদ্যালয় হয়ে উঠেছে মাতৃসম এক পবিত্র মন্দির। কেবল শিক্ষাদান-ই নয়, দুঃস্থ ও অসহায় ছাত্র-ছাত্রীদের জৈন বুক ব্যাঙ্কের মাধ্যমে বিনামূল্যে বই প্রদান, ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিজ্ঞানমনস্কতা গড়ে তোলা, সামাজিক ও পরিবেশ চেতনার প্রসার, কন্যাশ্রী যোদ্ধাদের উৎসাহ দান, বছরভর বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি গ্রহণ, ডেঙ্গু ও ম্যালেরিয়া সচেতনতার প্রচার, শরীর সুস্থ রাখতে যোগাভ্যাস, বাল্যবিবাহ ও জল অপচয় রোধ সচেতনতা গড়ে প্রভৃতি ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে চলেছেন তিনি। কেবল বিদ্যালয়েই নয়, বিদ্যালয়ের বাইরেও নানান সামাজিক কাজকর্মের সাথে নিজেকে যুক্ত রেখেছেন তিনি। লোকহিতৈষণায় সমর্পিত প্রাণ আজ, শিক্ষক গৌতম কুমার বোস। দুস্থ অসহায় দুর্গত মানুষের পাশে থেকে শিবজ্ঞানে জীবসেবায় বারে বারে আত্মনিয়োগ করেছেন তিনি। কখনো ঘুর্ণিঝড় বন্যা বিধ্বস্ত মানুষের পাশে, কখনো ক্যান্সার ও থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত রোগীর পাশে, আবার কখনো জঙ্গলমহলে আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় দুর্গত মানুষের পাশে তিনি দাঁড়িয়েছেন ত্রাতার ভূমিকায়। হয়ে উঠেছেন মানবতার মূর্ত প্রতীক। গৌতম বাবুর কল্যাণময় মানব হৃদয় সমাজের সমস্ত স্তরের মানুষের কাছে আজ কাঙ্ক্ষিত বস্তু। কখনো কোলাঘাট থেকে, কখনো মেদিনীপুর শহর থেকে খোয়া ওঠা পথ ধরে নির্দিষ্ট সময়ে এসেছেন বিদ্যালয়ে। সময়ের গণ্ডির মধ্যে তিনি কখনও আবদ্ধ ছিলেন না। স্কুলের স্বার্থে, ছাত্রছাত্রীদের স্বার্থে রাত পর্যন্ত কাজ করেছেন, কখনও বিদ্যালয়ে রাত্রিযাপন করেছেন। অবসর গ্রহণের দিন তিনি বিদ্যালয়ের সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীকে খাইয়েছিলেন বিরিয়ানি। সমাজ ও শিক্ষার প্রতি গৌতম বাবুর স্বতঃস্ফূর্ত আকর্ষণ এবং দায়বদ্ধতা-ই সমাজ তাঁকে পৃথকভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। সত্যি তিনি শিক্ষারত্ন, সমাজসেবী, লোক হিতৈষী। শিক্ষা ক্ষেত্রে অসামান্য কৃতিত্বের জন্য ২০১৭ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার গৌতম কুমার বোস কে শিক্ষারত্ন

এরপর ৩ পাতায়

ভরসন্ধ্যায় কসবা শপিং মলের সামনে ভয়ঙ্কর ঘটনা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : খাস কলকাতায় তৃণমল কাউন্সিলরকে লক্ষ্য করে গুলি চালনার অভিযোগ। কসবার শপিং মলের কাছে বাড়ি কলকাতা পৌরসভার ১০৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সুশান্ত ঘোষের। শুক্রবার সন্ধ্যায় তিনি বসে ছিলেন নিজের বাড়ির সামনে। অভিযোগ, তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় দুষ্কৃতীরা।প্রসঙ্গত, কালীপুজোর সময়ে হালতুতে নবীন সঙ্ঘ কালীপুজোর মণ্ডপ ভাঙচুরের অভিযোগ ওঠে। সে সময়েও ১০৭ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর লিপিকা মান্নার সঙ্গে সুশান্ত ঘোষের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের তত্ত্ব খাঁড়া করেছিলেন তাঁরই অনুগামীরা। এই গুলি চালনার নেপথ্যে কী রয়েছে, তা নিয়ে ধন্দ।লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে গুলি লাগে বাড়ির দরজায়। অল্পের জন্য প্রাণে বাঁচেন সুশান্ত ঘোষ।

সুশান্ত ঘোষের দাবি, তিনি বাড়ির সামনে যখন বসেছিলেন, তখন দু'জন তাঁর সামনে আসে। তাঁর বুকে বন্দুক ঠেকায়। অভিযোগ, একজন বন্দুকের ট্রিগার চাপে। কিন্তু ট্রিগার লক হয়ে যায়। তখন আরও একবার ট্রিগার চাপে সেই যুবক। কিন্তু তখনও লক হয়ে যায়। সুশান্ত ঘোষ সে সময় দুষ্কৃতীর হাতে থাপ্পড় মারেন। তখন বন্দুক দুষ্কৃতীর হাত থেকে পড়ে যায়। তখন গুলি ছিটকে বাড়ির দরজায় লাগে।

চিৎকার চেঁচামেচি শুনে স্থানীয় বাসিন্দারা ছুটে আসেন, তখন দুষ্কৃতী বন্দুক তোলার চেষ্টা করে। তখন স্থানীয় বাসিন্দারাই ধরে ফেলে ওই দুষ্কৃতীকে। অভিযুক্তকে গণধোলাই দেওয়া হয়। পরে তাকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। যে দুষ্কৃতী বাইক নিয়ে এসেছিল, সে চম্পট দেয়।ঘটনার আকস্মিকতায় আতঙ্কিত সুশান্ত ঘোষ। তিনি বলেন, "এ বিষয়ে এখনই আমার কিছু বলার নেই। একটা ঘটনা ঘটেছে। পরে সবটা বলছি।" তিনি বলেন, "যে এসেছিল, বাচ্চা ছেলে, পুরো নেশাগ্রস্ত অবস্থায় এসেছিল। যে ধরনের অস্ত্র নিয়ে এসেছে, প্রফেশনাল কেউ এর পিছনে রয়েছে। বড় কেউ রয়েছে।" তবে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের আঁচ তিনি পাচ্ছেন না বলেই জানাচ্ছেন।

যদিও যে দুষ্কৃতী ধরা পড়েছে, তার বক্তব্য, মকম্মদ ইকবাল নামে এক ব্যক্তি তাকে টাকা দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিল। টাকার ছবি দেখানো হয়েছিল তাকে। কিন্তু টাকা হাতে পায়নি সে।

ডেবরায় বিরসা মুন্ডার ১৫০ তম জন্মদিন পালন

ডেবরা : নিউজ সারাদিন : গোটা দেশের সাথে ডেবরাতে শহীদ ও স্বাধীনতা সংগ্রামী বিরসা মুন্ডার ১৫০ তম জন্মদিন পালন করল আদিবাসী একতা মুক্তি মোর্চা। শুক্রবার ডেবরা, পিংলা, সবং ব্লক কমিটির উদ্যোগে ডেবরাতে দিনটিকে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা হয়।বিরসা মুন্ডা- কে শ্রদ্ধা জানিয়ে একটি পদযাত্রার আয়োজন করে উদ্যোক্তারা। ডেবরা কলেজের সামনে পথসভায় বক্তব্য রাখেন আদিবাসী একতা মুক্তি মোর্চার নেতৃত্ব ধনঞ্জয় মুর্মু, টুকাই সরেন, ভানু পাত্র সহ অন্যান্যরা।

পদযাত্রা শেষে ডেবরা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের সামনে বিরসা মুন্ডা ও ড. আম্বেদকরের প্রতিকৃতিতে ফুল ও মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানান সাংগঠনের সদস্যরা । তারপর শুরু হয় আলোচনা এদিনের আলোচনা সভাতে বক্তব্য রাখেন ধনঞ্জয় মুর্মু, টুকাই সরেন। বক্তারা বলেন, শহীদ বীরসা মুন্ডা, সিধু, কানু, তিলকা মাঝি সহ আদিবাসী জনজাতি গোষ্ঠীর যে সমস্ত স্বাধীনতা সংগ্রামী, বিপ্লবী রয়েছ তাদের চর্চা করতে হবে ও জীবন থেকে শিক্ষা নিতে হবে। আদিবাসী জনজাতির জল জমি জঙ্গলের অধিকার সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করে আরো বেশি বেশি করে সংঘটিত হতে হবে।

সত্যিই অর্জুনের শরীরে ঢুকেছে রাশিয়ান বিষ?

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : চেয়ারে স্প্রে করা থাকবে রাশিয়ান বিষ। আর সেটা শরীরে ঢুকলেই কয়েক মাসের মধ্যে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিকল হতে শুরু করবে! এমন আশঙ্কার কথা প্রকাশ করেছিলেন ব্যারাকপুরের দাপুটে বিজেপি নেতা অর্জুন সিং। সম্প্রতি সিআইডি তাঁকে একটি পুরনো মামলায় জিজ্ঞাসাবাদ করে। তার আগেই এই আশঙ্কার কথা জানিয়েছিলেন অর্জুন।

উল্লেখ্য, চার বছর আগে ভাটপাড়া পুরসভার একটি মামলায় অর্জুনকে তলব করে সিআইডি। সিআইডি মামলায় রক্ষাকবচ চেয়ে হাইকোর্টেরও দ্বারস্থ হন তিনি।তিনি দাবি করেছিলেন, রাশিয়া থেকে স্মাগলিং করে আনা হয়েছে সেই বিষ। আর এবার হাসপাতালে ছুটলেন তিনি।

গত বৃহস্পতিবার সিআইডি তলব করেছিল অর্জুন সিং-কে। আর তার ঠিক দু দিন পর শনিবার সকালে হাসপাতালে যেতে দেখা গেল বিজেপি নেতাকে। এদিন সকালে দলীয় কার্যালয় থেকে বেরিয়ে বাইপাসের ধারের বেসরকারি হাসপাতালে যান তিনি। সেখানেই পরীক্ষা হবে, তাঁর শরীরে কোনও বিষ ঢুকেছে কি না। কারণ তাঁর আশঙ্কা, সিআইডি জিজ্ঞাসাবাদের সময়ই চেয়ারে ছড়িয়ে দেওয়া হয়ে থাকতে পারে ওই বিষ।

অর্জুন সিং জানিয়েছেন, রাশিয়ান কেমিক্যাল তাঁর শরীরে সিআইডি প্রয়োগ করেছে কি না, সেটা জানার জন্যই এই মেডিক্যাল টেস্ট করাতে যাচ্ছেন তিনি। যদি কোনও বিষ তাঁর শরীরে প্রয়োগ করা হয়ে থাকে, তাহলে আদালতের দ্বারস্থ হবেন বলেও জানিয়েছেন প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং।শুধু তাঁকেই নয়, অর্জুন সিং-এর আশঙ্কা শুভেন্দু অধিকারী ও আরও চারজনকে একইভাবে মারার পরিকল্পনা করা হয়েছে। বাকি চারজনের নাম বলতে চাননি তিনি।

ডিগবাজি কাজলের, চাপে পড়ে কেষ্টকে বললেন 'রাজনৈতিক গুরু

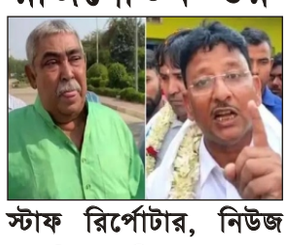

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বীরভূম জেলার তৃণমূলের কোর কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত হলেন অনুব্রত মণ্ডল। শনিবার ছিল বীরভূমে কোর কমিটির বৈঠক। আর সেখানেই একসঙ্গে অনেকদিন পর একসঙ্গে দেখা গেল অনুব্রত এবং কাজল শেখকে। শুধু তাই নয় বীরভূমের জেলা পরিষদের সভাধিপতির মুখে শোনা গেল কেষ্ট বন্দনা।অন্যদিকে বৈঠক প্রসঙ্গে সিউড়ির বিধায়ক তথা কোর কমিটির আহবায়ক বিকাশ রায় চৌধুরী জানিয়েছেন, ' কেষ্ট বীরভূমের জেলা সভাপতি তার সাথেই কোর কমিটির চেয়ারপার্সন হয়ে থাকবেন। সকলকে একসাথে নিয়ে চলার ব্যাপারে বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে। এবার থেকে প্রত্যেক মাসে কোর কমিটির বৈঠক করা হবে। আগামী ১৫ ই ডিসেম্বর রামপুরহাটে হতে চলেছে পরবর্তী কোর কমিটির বৈঠক ।' বলা বাহুল্য, তৃণমূলের শক্ত ঘাঁটি হল বীরভূম । তবে গরু পাচার কাণ্ডে কেষ্ট গ্রেফতার হতেই এই কোর কমিটির দায়িত্ব পায় কাজল শেখ-সহ অন্যান্যরা। আর এবার জেল থেকে মুক্তি হতেই এই কমিটির দায়িত্ব সামলাতে চলেছেন অনুব্রত মণ্ডল।আর তখনই তিনি বলেন,' কেষ্টদার হাত ধরেই রাজনীতিতে আসা। তিনি আমার রাজনৈতিক গুরু এবং অভিভাবক। আমাদের মধ্যে কোথাও কোনও দ্বন্দ্ব নেই। একসঙ্গে চলব এবং একসঙ্গে কাজ করতে হবে।' বলা বাহুল্য, এদিনের কোর কমিটির বৈঠকে ছয় সদস্য অনুব্রতকে মধ্যমণি করে বসেছিলেন। তবে জানা গিয়েছে, বৈঠকে সময় খুবই অল্প কথা বলেছিলেন কেষ্ট।

আড়ংয়ের পথে বেহারাদের কাঁধে নবদ্বীপের রাজরানী গৌরাঙ্গিণী

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : নবদ্বীপের রানীমা বা রাজরানী বলা হয়ে থাকে যোগনাথ তলা গৌরাঙ্গিনী মাতাকে।

গৌরাঙ্গিনী মাতা নবদ্বীপের বাঙালিদের রাস উৎসবের শক্তি আরাধনার পৌরাণিক দেবী। তিনি প্রধানত নবদ্বীপের দেবী। তার আরাধনা বাংলার হাজার হাজার বছরের শক্তি আরাধনার ঐতিহ্য বহন করছে। আবহমান কালে নবদ্বীপের শাক্তরাস উৎসবে বছর বছর ধরে অত্যন্ত নিষ্ঠা ও ঐতিহ্যের সাথে তার আরাধনা হয়ে আসছে।

অভিজিৎ সাহা, নবদ্বীপ, নদিয়া

পুজো শেষে পরের দিন দুপুরে আড়ং এর দিন ঐতিহ্য মেনে ১০৮ জন বেয়ারার কাঁধে চেপে ঢাকের বাদ্যের আওয়াজে নবদ্বীপ শহরের প্রধান কেন্দ্র পোড়া মা মন্দির হয়ে রাধা বাজার এবং দণ্ডপানি তলা মোড় থেকে পুনরায় ফিরে এসে একই পথ ধরে আনুমানিক প্রায় ৭ থেকে ৮ কিলোমিটার পথ পরিভ্রমণ করে দেবীপ্রতিমা পীরতলা রোডে ছাড়ি গঙ্গায় পৌঁছয় নিরঞ্জনের জন্য। হাজার হাজার লোক দেবী প্রতিমার পিছু নিয়ে দেবীকে অনুসরণ করে এবং আনন্দ উপভোগ করে থাকে।

ভারতে 'বন্দুকযুদ্ধে'
পাঁচ মাওবাদী নিহত

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : ছত্তীসগঢ়ের বস্তারে শনিবার নিরাপত্তা বাহিনীর গুলিতে পাঁচ মাওবাদী নিহত হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, কাঁকের এবং নারায়ণপুর জেলার সীমানায় এবং উত্তর অবুঝমাড়ে মাওবাদী গতিবিধির বিষয়ে নির্দিষ্ট কিছু তথ্য পেয়েছিলেন নিরাপত্তা বাহিনীর জওয়ানেরা। সেই তথ্যের ভিত্তিতে পুলিশের রিজার্ভ গার্ড, স্পেশাল টাস্ক ফোর্স এবং বিএসএফের জওয়ানেরা যৌথ অভিযান চালান। সকাল ৮টা থেকে শুরু হয় বন্দুকযুদ্ধ। বেশ কয়েক ঘণ্টা ধরে দু'পক্ষের সংঘর্ষ চলে। যৌথ অভিযানে অন্তত পাঁচ মাওবাদীর মৃত্যু হয়েছে। বাজেয়াপ্ত হয়েছে বেশ কিছু অস্ত্রও। মাওবাদীদের সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে জখম হয়েছেন দুই জওয়ান। ওই অঞ্চলে আরও কোনও মাওবাদী লুকিয়ে রয়েছেন কি না, তা নিশ্চিত করে তল্লাশি অভিযান চালাচ্ছেন জওয়ানেরা।

বস্তার পুলিশের এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, আহত দুই জওয়ানকেই হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তাদের চিকিৎসা চলছে এবং উভয়েরই শারীরিক অবস্থা বর্তমানে স্থিতিশীল। মাওবাদীদের বিরুদ্ধে সম্প্রতি ছত্তীসগঢ়ে একাধিক অভিযান চালিয়েছে ভারতের নিরাপত্তা বাহিনী। ৪ অক্টোবর ছত্তীসগঢ়ে ভারতের নিরাপত্তা বাহিনীর গুলিতে ৩১ জন মাওবাদীর মৃত্যু হয়েছিল। চলতি বছরের এপ্রিলেও ছত্তীসগঢ়ের কাঙ্কের জেলায় এক অভিযানে ২৯ জন মাওবাদীর মৃত্যু হয়েছিল। সরকারি তথ্য অনুসারে, চলতি বছরে বস্তার অঞ্চলে সাতটি জেলা মিলিয়ে মোট ১৯৭ জন মাওবাদী নিহত হয়েছেন।

সংবাদ সংস্থা পিটিআইয়ের অক্টোবর মাসের এক প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, চলতি বছরে ২৩০ জনেরও বেশি মাওবাদীর মৃত্যু হয়েছে। গ্রেফতার হয়েছেন ৮১২ জন। আত্মসমর্পণ করেছেন ৭২৩ জন মাওবাদী। ওই প্রতিবেদন অনুসারে, দেশের ৩৮টি জেলায় এখনও সক্রিয় মাওবাদীরা। প্রসঙ্গত, ২০২৬ সালের মার্চ মাসের মধ্যে দেশ থেকে মাও-হিংসা নির্মূল করার লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে ভারতের কেন্দ্রী সরকার। গত মাসেই ভারতের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে মাওবাদী অধ্যুষিত অঞ্চলগুলির প্রশাসনকে আরও উন্নয়নমূলক কাজকর্ম চালানোর বার্তা দেওয়া হয়েছে।

১-ম পাতার পর

তৃণমূল কাউন্সিলরের উপর হামলায় বিহার যোগ! ধৃত নাবালক বৈশালীর, তথ্য দিল পুলিশ

এসবের পর সুশান্তবাবুর মন্তব্য, "নিজের বাড়ির সামনে এমন ঘটনা! ভাবতেই পারছি না। এর সঙ্গে বড় কোনও চক্র জড়িত। এসবের পর রাজনীতিতে থাকব কিনা, ভাবতে হবে।" সুশান্ত ঘোষের উপর গুলি চালানোর চেষ্টার ঘটনায় তীব্র নিন্দা জানাল প্রদেশ কংগ্রেস।

বরাতজোরে অক্ষত তিনি। তড়িঘড়ি তিনি এবং তাঁর সঙ্গে থাকা কর্মীরাই ধরে ফেলেন 'শুটার'কে। পুলিশ সূত্রে প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, আক্রমণকারী নাবালক এবং বিহারের বাসিন্দা। আদতে বৈশালীর বাসিন্দাকে সুপারি দিয়ে কেউ বা কারা তাঁকে খুনের চেষ্টা করেছিলেন বলে অভিযোগ সুশান্তবাবুর। এর পিছনে বড় চক্রের হাত দেখছেন তিনি। এই ঘটনায় আতঙ্কিত কাউন্সিলরের ভাবনা, এর পর আদৌ রাজনীতি করবেন? ঘটনার খবর পেয়ে খোঁজ নিতে সুশান্তবাবুকে ফোন করেছিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

শুক্রবার সন্ধ্যায় কসবায় নিজের বাড়ির সামনে একটি চায়ের দোকানে বসে চা খাচ্ছিলেন তৃণমূল কাউন্সিলর সুশান্ত ঘোষ। সেসময় দুই দুষ্কৃতী বাইকে চড়ে এসে তাঁর উপর অতর্কিত হামলা চালায়। বাইকের পিছনে বসা ব্যক্তি পিস্তল বের করে সুশান্তবাবুকে লক্ষ্য করে গুলি চালানোর চেষ্টা করে। কিন্তু কোনও কারণে ট্রিগার জ্যাম হয়ে গিয়ে গুলি বেরয়নি। অল্পের জন্য প্রাণরক্ষা হয় তৃণমূল কাউন্সিলরের। এর পর অবশ্য সুশান্তবাবুর সঙ্গীরা হামলাকারীদের তাড়া করে একজনকে ধরে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। পুলিশ জানায়, ধৃত একজন নাবালক। কে বা কারা তাকে এই কাজের জন্য পাঠিয়েছিল, সেটাই এখন তদন্তের বিষয়।

পুলিশ সূত্রে খবর, নাবালক আসলে বিহারের বৈশালীর বাসিন্দা। তাকে সুপারি দিয়ে পাঠিয়েছিল মহম্মদ ইকবাল নামে এক ব্যক্তি। তার কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে নাইন এমএম পিস্তল। সেই পিস্তলটি চালাতে গিয়েই শেষমুহূর্তে ট্রিগার জ্যাম হওয়ায় মিশন ব্যর্থ হয়েছে। কে এই মহম্মদ ইকবাল, কী কারণেই বা সুশান্তবাবুকে খুনের ষড়যন্ত্র, সেসব খতিয়ে দেখছে পুলিশ। ধৃত নাবালকের বয়ানের উপর নির্ভর করে সূত্র বের করতে মরিয়া তদন্তকারীরা।

বৈঠকখানা থেকে শিয়ালদহ কর্মক্লান্ত নগরীর সেকাল- একাল

বেবি চক্রবর্তী

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : মহামারীর দুর্বিষহ সময়টাকে বাদ দিয়ে কেউ কি কখনো দেখেছেন যে আজকের জনকলরব মুখরিত শিয়ালদহ অঞ্চল কখনও জনবিরল হয়েছে? রাত্রির কথাই ধরুন। রাত্রে সারাদিনের কর্মক্লান্ত কলকাতা নগরী ঘুমোয়। তখনও কলকাতার পথদিয়ে লোকজন যাতায়াত করে, তবে কখনও কখনও একেবারে যায়ও না। গেলে পরে দেখা যায় রাত্রে ষ্টেশনে এসে গাড়ি থেমেছে কিংবা ভোর রাত্রে গাড়ি ছাড়বে সেইজন্যে লোকের আনাগোনা। কিন্তু তবুও হলফ করে বলা যায় যে শিয়ালদহ কখনও জনবিরল হয় না। কলকাতার ওই অঞ্চলে সদা-সর্বদাই লোকজনের আনাগোনা। অতীতে দেশ বিভাগের পরে পূর্ব বাংলা থেকে গৃহহারারা সেখানে এসে নিজেদের সংসার পেতেছিলেন। দেশ স্বাধীনতা পাওয়ার পরে ওই অঞ্চলে আর একটি ইতিহাসের সূচনা হয়েছিল। সুতরাং কলকাতা শহরের ওই মহাকেন্দ্রবিন্দুতে কখনও লোকের কমতি হয়নি। আর কলকাতার যেখানে যত লোক সেখানে তত মত, সেখানেই তত ইতিহাস। তাই বছরে বছরে সেখানে ইতিহাসেরই পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। শিয়ালদহ কলকাতার একটি ঐতিহাসিক মহামিলন কেন্দ্র হয়ে উঠেছে। শহর কলকাতার অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু হল শিয়ালদহ। সারা শহরের লোক ওই জায়গাটিতে দিনে-রাত্রে একবার না এলে যেন হাঁফ ছাড়তে পারেন না। সেখানে সব আছে, মানুষের প্রয়োজনীয় যে কোন বস্তু সেখানে পাওয়া যায়। সামনে বৃহৎ রেল ষ্টেশন। দিনরাত ধরে অগণিত লোক আসছে আর যাচ্ছে। তাঁদের পদধূলিতে ষ্টেশনের পিচকালো পিচের পথ রঞ্জিত হয়ে ওঠে। দেশ বিদেশের বিবিধ দ্রব্য সম্ভার সেখানে আসে। মাছ তরিতরকারী এসে পড়ে সামনের নফরবাবুর বাজারে। সে সব জিনিস মিনিটে মিনিটে কলকাতার বিভিন্ন বাজারে ছড়িয়ে পড়ে। কলকাতা ও আশেপাশের অঞ্চলগুলি সেই সব জিনিষ-পত্তর ক্রয় করে নিজেদের প্রাত্যহিক প্রয়োজনীয়তা মেটায়।

বর্তমানে ওই অঞ্চলটি যেমন বিখ্যাত তেমনি অতীতে একবার চলে যান। প্রাচীন কলকাতার ইতিহাস হাতড়াতে হাতড়াতে এগিয়ে চলুন। 'আপজনের' আঁকা পুরানো কলকাতার ম্যাপের একটি জায়গায় গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ুন। কিছু দেখতে পাচ্ছেন কি? প্রাচীন কলকাতার ইতিহাসেও ওই অঞ্চলটি উল্লেখযোগ্য ছিল। তখন একটি 'বটবৃক্ষ' ঐ শিয়ালদহ ষ্টেশনেরই কোন এক জায়গায় ছিল। সেটারই ছায়া-শীতল তলায় বসে তখনকার দিনের দেশি বিদেশি বণিকেরা তামাক সেবন করতেন। বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট ঐতিহাসিকের গ্রন্থে লেখা আছে যে 'জোব চার্নক'ও সেখানে বসে তামাক সেবন করেছিলেন। এবার ইতিহাসের বইগুলি বন্ধ করে দিয়ে নিজের কল্পনায় সেই জায়গাটিকে ঠিক করে নিয়ে বেড়িয়ে পড়ুন। বেড়িয়ে পড়ুন সেই প্রাচীন বটবৃক্ষের স্মৃতি খুঁজতে। কারণ সুদূর অতীতে শিয়ালদহ অঞ্চলে কখনও কোন বটবৃক্ষ ছিল, বর্তমানে সে-কথা বিশ্বাসই হবে না। শিয়ালদহ ষ্টেশনের ঘেরাও

এরপর ৪ পাতায়

আড়ং সুষ্ঠুভাবে করতে হবে, করা বার্তা ছিল প্রশাসনের,
দুপুরেই ভেঙে পড়লো ভদ্র কালী

অভিজিৎ সাহা, নবদ্বীপ, নদিয়া

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : দুপুরবেলায় আড়ং এ বের হয়ে মাঝপথেই কাত হয়ে গেল হরিসভা পাড়ার ভদ্র কালী। মোটা কাঠামো থেকে বৃহৎ আকারে যে চালির উপর ঠাকুর তৈরি করা হয় তা খুলে যাওয়াই এই বিপত্তি।নবদ্বীপের রাসের ঐতিহ্য একটাই বিশালাকার বিভিন্ন ধরনের প্রতিমা।পুজোর পরের দিন বের হয়, নবদ্বীপ শহরের রাস্তা জুড়ে আড়ং। প্রতিটি ঠাকুরের সঙ্গে থাকে লোহার তৈরি বলবিয়ারিং গাড়ি এবং বিভিন্ন ধরনের বাজনা নিত্য। এই আড়ং শেষ হতে রাত গড়িয়ে যায় । দুপুরবেলা আরাম করতে বের হয়ে বিগত বছরগুলিতে সঠিক সময়ে প্রতিমা নিজস্ব মন্ডপে ফিরিয়ে নিতে ব্যর্থ হয়েছিল প্রশাসন। এই বছর তার পরিকল্পনা অন্যরকম। ২০২২ সালের রাসে র শোভাযাত্রা শেষ হতে পরের দিন সকাল আটটা বেজে গিয়েছিল। গত বছরে প্রায় সাতটা বাজে। এই বছর চ্যালেঞ্জের সহিত প্রশাসনের বার্তা ভোরের আগেই মন্ডপে ঠাকুর ঢোকাতে হবে।

বিগত দিনে দেখা গেছে অনুমতি ছাড়া প্রতিমা বের হয়। এই বছর তাদের চিহ্নিত করে প্রথমেই আটকে দিতে হবে। সেজন্য প্রতিমা নিয়ন্ত্রণের মোট ৪০টি গেট করা হয়েছে। সকাল এবং রাতের শোভাযাত্রা অংশগ্রহণকারীরা যারা নির্দিষ্ট সময় চক্রপথে প্রবেশ করে সে দিকে নজরদারিও রাখা হয়েছে। আইসি জলেশ্বর তেওয়ারি বলেন, প্রতিটি এন্টি পয়েন্টে একাধিক চেকপোস্ট ও ড্রপ গেটের পরিকল্পনা করা হয়েছে, মূল চক্রের পথে প্রতিমা নিয়ে প্রবেশের অনেক আগেই ওই ড্রপ গেটে প্রতিমার অনুমতি কাগজপত্র পরীক্ষা করে দেখা হবে। লাইসেন্স ছাড়া যদি কোন প্রতিমা এসে পড়ে তাদেরকে ওইখান থেকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে।

হরিসভা পাড়ার ভদ্র কালী দীর্ঘ বছর ধরেই দুপুরবেলায় আড়ংয়ে বের হয় ৩-৪ ধরনের বাজনা, আদিবাসী নৃত্য, বিভিন্ন ধরনের দৃশ্য নিয়ে হাজার মানুষের সমাগমে বের হয় এই প্রতিমা। নবদ্বীপের মঙ্গলচন্ডীতলা থেকে যাওয়ার পথে হঠাৎ করেই কাত হয়ে পড়ে একটি দোতলা বাড়ির দিকে এই বৃহৎ আকারের ঠাকুর। এই ঘটনায় কোনরকম ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি বলে জানা গেছে। তৎক্ষণাৎ সকলের সহযোগিতায় কর্তব্যরত

এরপর ৪ পাতায়

২ পাতার পর

কর্তব্যে এক নিরলস পথযাত্রী
অবসরের পরেও চক ডাস্টার নিয়ে স্কুলে শিক্ষারত্ন

সম্মান প্রদান করেন। মেদিনীপুর ক্যুইজ কেন্দ্র সোস্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি প্রদান করেছেন 'আচার্য রত্ন সম্মাননা'। কোলকাতা জৈন বুক ব্যাঙ্কের পক্ষ থেকে পেয়েছেন 'সেরা শিক্ষক সম্মাননা' , কোলকাতা বিনোদ বিহারী বাগ ট্রাস্ট থেকে পেয়েছেন 'বিদ্যাসাগর শিক্ষারত্ন সম্মাননা'। সমাজে নানান সামাজিক কাজকর্মের জন্য পেয়েছেন 'সমাজসেবী সম্মাননা' ও 'বিশেষ শিক্ষক সম্মাননা।' গৌতম কুমার বোসের হৃদয় পুষ্প উদ্যানে ছাত্র-ছাত্রীরা ছিল শ্রেষ্ঠ ফুল। তাই তিনি শিক্ষক হিসেবে ব্যক্তিগতভাবে অসংখ্য ছাত্র-ছাত্রীকে বই, অর্থ দিয়ে সাহায্য করেছেন। দিয়েছেন সুচিন্তিত উপদেশ। জীবনে প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে ছাত্র-ছাত্রীদের পেছনে তিনি লেগে থাকতেন। এই আদর্শ শিক্ষকের অগণিত ছাত্রছাত্রী দেশে বিদেশে স্ব স্ব ক্ষেত্রে আজ প্রতিষ্ঠিত। গত ১২ই নভেম্বর বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে হরিসাধন পাহাড়ি সাংস্কৃতিক মঞ্চে আয়োজন করা হয় আনুষ্ঠানিক বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠান। সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অগণিত প্রাক্তন বর্তমান ছাত্রছাত্রী। উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন ও বর্তমান শিক্ষক শিক্ষিকাগণ। সেই অনুষ্ঠানে গৌতম কুমার বোস মহাশয় এর বিচিত্র কর্মজীবন সংবলিত একটি স্মরণিকা প্রকাশ করে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। প্রায় ৩০০ পাতার স্মারক গ্রন্থটি সম্পাদনা করেছেন বিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের শিক্ষক দেবাশিস পাল। প্রকাশক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সেক গোলাম মুস্তাফা। ওই অনুষ্ঠানে গ্রন্থটি উদ্বোধন করেন জৈন বুক ব্যাঙ্কের কনভেনর শ্রী সুশীল গেলরা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কবি সাহিত্যিক প্রধান শিক্ষক প্রশ্ন কুমার করিয়া বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সেক গোলাম মুস্তাফা , সহকারী প্রধান শিক্ষক শুভঙ্কর দত্ত, প্রাক্তন শিক্ষক শীতল চন্দ্র মাইতি, সিদ্ধিনাথ মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষা উমা ঘোষ, আরিহান্ট কোঠারি সহ অন্যান্য বিশিষ্ট জনেরা।

স্মরণিকায় উঠে এসেছে গৌতম কুমার বোস মহাশয়ের শিক্ষা বিস্তারের পাশাপাশি নানান সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও সেবামূলক কর্মকাণ্ডের কথা। তিনি যেমন ছিলেন বজ্রের মতো কঠিন তেমনি কুসুমের মতো কোমল। তাঁর কঠোর অনুশাসন ও শৃঙ্খলাপরায়ণতার জন্যই সাধারণ ছাত্র-ছাত্রী হয়ে উঠেছে অসাধারণ। প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন নিজেদের কর্ম ক্ষেত্রে। শান্ত সৌম্য ঋষি সম কর্মজীবনে গৌতম বোসের প্রজ্ঞা, দূরদর্শিতা, নিরলস সেবা, শ্রম, ঐকান্তিক নিষ্ঠা, নান্দনিক বোধ, সংস্কৃতিময় মানসিকতা, সৃজনশীল চরিত্র সুষমা সর্বোপরি নিয়মানুবর্তিতা সকলের কাছে শিক্ষণীয় । জ্ঞানালোকের ঝর্ণাধারায় স্নাত পবিত্র ও অসাধারণ ব্যক্তিত্ব গৌতম কুমার বোসের জীবনাদর্শই শিক্ষা দেয় মাটির কাছাকাছি থেকেও কিভাবে আকাশকে ছোঁয়া যায়। সুমহান অনুভবে নিরহংকার পাণ্ডিত্যে ও উদার হৃদয়বত্তায় তিনি ছিলেন অনন্য সাধারণ। নানান স্মৃতিচারণায় ও স্মরণিকা গ্রন্থে উঠে এসেছে গৌতম বাবুর অসামান্য অবদানের কথা, কৃতিত্বের কথা। সেদিনের বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠান দুপুর থেকে সন্ধ্যা গড়িয়ে গেলেও ধৈর্যচ্যুতি ঘটেনি কচিকাঁচাদের। দূর দূরান্ত থেকে এসেছেন প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীরা, রোদের মধ্যে বসে থেকেছেন , দাঁড়িয়ে থেকেছেন দীর্ঘক্ষণ। কেবল শ্রদ্ধার মানুষটিকে শ্রদ্ধা জানানোর জন্য। "আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণ ধূলার তলে" -এই আকুতি ধরা পড়েছে তাদের স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ ও উপস্থিতিতে।

সত্যি তিনি শিক্ষারত্ন, আদর্শ শিক্ষক। মানুষ গড়ার প্রকৃত কারিগর। সমাজে আজ তাঁর মতো শিক্ষককে ভীষণ প্রয়োজন। যাঁর জীবনাদর্শ ও জীবনাচরণ-ই প্রেরণা জোগায় ছাত্রছাত্রীদের। দিশা দেখাবে আগামী প্রজন্মকে।

ইজরায়েলকে চাপে রাখতে
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কাছে আর্জি হামাসের

বেবি চক্রবর্ত্তী

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ২০২৪ সালে নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে চিঠিতে আর্জি। এই চিঠিতে ছিল ইজরায়েল বনাম হামাস সংঘাত ঘিরে সেই ট্রাম্পকে কার্যত বড় বার্তা দিয়ে দিয়েছেন হামাস। এছাড়াও ১ বছর কেটে গেলেও হামাস বনাম ইজরায়েল সংঘাত কাটেনি। গাজায় ইজরায়েলের সেনা জোরকদমে এগিয়ে চলেছে। এছাড়াও আগে ইজরায়েলের ওপর প্রবল হামলা করে হামাস। অপহরণ করা হয় বহু ইজরায়েলিকে। এই পরিস্থিতিতে হামাস সংঘর্ষ বিরতিতে রাজি। তবে ট্রাম্পের কাছে হামাসের আর্জি, তিনি যেন ইজরায়েলকে চাপ দিতে থাকেন।এক সপ্তাহ আগেই, কাতার জানিয়েছে, হামাস বনাম ইজরায়েলের যুদ্ধে তারা মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা থেকে সরে আসতে চাইছে। দুই শিবিরকেই তারা ঘটনায় গুরুত্ব দিয়ে এগোতে আহ্বান জানায় তারা। সংবাদ সংস্থা এএফপিকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে হামাসের সদস্য বাসেম নইম বলেছেন, ' গাজা ভূখণ্ডে সংঘর্ষ বিরতিতে রাজি হামাস, যদি সেই সংঘর্ষ বিরতি প্রস্তাবিত হয় এই শর্তে যে তাকে সম্মান করা হবে' ইজরায়েলের দ্বারা। তিনা বলেন, 'আমরা মার্কিন প্রশাসন ও ট্রাম্পের কাছে আর্জি জানিয়েছেন যে, তারা যেন ইজরায়েলের সরকারের উপর চাপ তৈরি করে যাতে ইজরায়েলর তাদের আগ্রাসন বন্ধ করে।'

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

৪ বর্ষ ৩০৯ সংখ্যা ১৭ নভেম্বর, ২০২৪ রবিবার ০১ অগ্রহায়ণ, ১৪৩১

মুসলিমদের বিরুদ্ধে হিন্দুদের 'ধর্মযুদ্ধে' নামতে বললেন মহারাষ্ট্রের উপমুখ্যমন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : ধর্মযুদ্ধে নামুন। 'ভোট জিহাদ' রুখে দিতে হবে। মহারাষ্ট্রে প্রকাশ্যেই হিন্দু ভোটারদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ডাক দিলেন উপমুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়ণবিস। তিনি বলছেন, কংগ্রেস এবং মহা বিকাশ আঘাড়ি প্রকাশ্যে ইসলামিক উলেমা সংগঠনের সাহায্য নিচ্ছে। বিরোধীরা 'ভোট জিহাদ' চাইছে। সেটা রুখতে ধর্মযুদ্ধে নামতে হবে হিন্দুদেরও। মহারাষ্ট্রের নির্বাচনকে পুরোপুরি হিন্দু বনাম মুসলমান লড়াই হিসাবে তুলে ধরার চেষ্টা করছে বিজেপি। বেশ কিছুদিন ধরেই এই অভিযোগ তুলছে বিরোধীরা। আসলে ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনে জাতগণনার দাবি তুলে মহারাষ্ট্রে বিজেপির 'হিন্দুত্ব' ভোটব্যাঙ্কে ভাঙন ধরাতে পেরেছিল কংগ্রেস। অনেকটাই ফিকে হয়ে গিয়েছিল সংঘ তথা বিজেপির হিন্দু ঐক্যের ডাক। লোকসভা ভোটের আগে ফের সেই হিন্দু ঐক্যকে পুনরুত্থান করতে মরিয়া বিজেপি। সেই লক্ষ্যে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের 'বাটেঙ্গে তো কাটেঙ্গে' স্লোগানকে হাতিয়ার করছে গেরুয়া শিবির। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির 'এক হ্যায় তো সেফ হ্যায়' স্লোগানও ব্যবহার করা হচ্ছে। ফড়ণবিস এবার সরাসরি সেই হিন্দুত্বের লাইনেই খেলছেন। তার সাফ কথা, "ভোট আসবে, ভোট যাবে। কিন্তু কংগ্রেস-শিব সেনা ইউবিটি যে তোষণ শুরু করেছে সেটা বন্ধ করতে হবে। মনে রাখবেন উলেমা কাউন্সিল ওদের কাছে ১৭ দফা দাবি পেশ করেছে। তার মধ্যে রয়েছে মুসলিমদের জন্য ১০ শতাংশ সংরক্ষণ, ২০১২ দাঙ্গায় অভিযুক্তদের মুক্তি দেয়া। মহা বিকাশ আঘাড়ি লিখিতভাবে সেই দাবি মানার আশ্বাসও দিয়েছে। রাজ্যে আরও একটি 'ভোট জিহাদ' হতে চলেছে। আমাদের ধর্মযুদ্ধে নামতে হবে। এক হ্যায়, তো সেফ হ্যায়।"

এর পালটা এসেছে বিরোধী শিবির থেকেও। শিব সেনা ইউবিটি নেতা সঞ্জয় রাউত বলছেন, "মহারাষ্ট্রে একটাই ধর্ম। সেটা ছত্রপতি শিবাজীর ধর্ম। আপনারা সেই ধর্মের সঙ্গে বেইমানি করেছেন। ভোটে হার নিশ্চিত জেনেই ওরা এখন ধর্মযুদ্ধের কথা বলছেন। কত কত প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আসলে আপনি ধর্মদ্রোহী।"

সম্পাদকীয়

মণিপুরে উদ্ধার হল আরও তিন দেহ

মণিপুরে উদ্ধার হল আরও তিন দেহ। রাজ্যের সরকারি একটি সূত্রকে উদ্ধৃত করে এই দাবি করেছে একটি সংবাদমাধ্যম। পাঁচ দিন আগেই জিরিবাম জেলা থেকে একই পরিবারের তিন মহিলা এবং তিন শিশুকে অপহরণের অভিযোগ উঠেছিল সন্দেহভাজন কুকি জঙ্গিদের বিরুদ্ধে। ওই ছ'জন ছিলেন মেইতেই সম্প্রদায়ের।মণিপুরের জিরিবামে কুকি জঙ্গি এবং সিআরপিএফ জওয়ানদের মধ্যে গুলি বিনিময় হয়। অভিযোগ, সেই সময় একদল কুকি জঙ্গি মেইতেই সম্প্রদায়ের তিন মহিলা এবং তিন শিশুকে অপহরণ করে। নিরাপত্তা বাহিনীর গুলিতে নিহত হন ১০ কুকি জঙ্গি। যদিও কুকি সম্প্রদায়ের দাবি, নিহত ১০ জন ছিলেন 'গ্রামের স্বেচ্ছাসেবী'। তাঁদের দেহ মিজোরামে নিতে চেয়ে গত সোমবার থেকে শিলচরের হাসপাতালের মর্গ ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখাচ্ছিলেন কুকিরা। শনিবার সকালে পুলিশ ১০ জনের দেহ নিয়ে কুকি অধ্যুষিত চুরাচাঁদপুরের দিকে রওনা হলে তাদের ঘেরাও করেন কুকিরা। বিক্ষোভ দমন করতে লাঠি চালায় পুলিশ। এই ঘটনার পরে সতর্ক অসমের পুলিশও।

২০২৩ সালের মে মাস থেকে কুকি এবং মেইতেই সম্প্রদায়ের সংঘাতে উত্তপ্ত মণিপুর। ঘরছাড়া হাজার হাজার মানুষ। নিহত হয়েছেন ২০০ জনেরও বেশি।তাঁদের খোঁজ শুরু করে নিরাপত্তাবাহিনী। শুক্রবার রাতে তিন জনের দেহ উদ্ধারের পর শনিবার উদ্ধার হল আরও তিন জনের দেহ। দেহগুলি এখনও শনাক্ত করা যায়নি। এর পরেই প্রশ্ন উঠছে, উদ্ধার হওয়া দেহগুলি কি অপহৃত ছয় মহিলা ও শিশুর? ছ'জনের দেহ উদ্ধারের পর গোলমালের আশঙ্কায় ইম্ফল পশ্চিম এবং ইম্ফল পূর্বে কার্ফু জারি করা হয়েছে। বন্ধ সাত জেলার ইন্টারনেট পরিষেবা। ইম্ফলে দুই মন্ত্রী এবং তিন বিধায়কের বাড়িতে হামলার অভিযোগ উঠেছে।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার সন্ধ্যায় অসম-মণিপুর সীমানায় জিরি নদীতে তিনটি দেহ ভাসতে দেখা যায়। জিরিঘাট এলাকা থেকে ওই তিন দেহ উদ্ধার করে শুক্রবার রাতে অসমের শিলচরের মর্গে পাঠানো হয়। সেখানে শিলচর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে সেই দেহগুলির ময়নাতদন্ত করা হয়। প্রাথমিক ভাবে মনে করা হয়েছিল, ওই দেহ তিনটি প্রাপ্তবয়স্কদের। শনিবার ওই হাসপাতালের একটি সূত্রকে উদ্ধৃত করে সর্বভারতীয় একটি সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, উদ্ধার হওয়া দেহগুলির একটি মহিলার। বাকি দুই দেহ শিশুদের। জলে ভেসে ফুলে ওঠায় তদন্তকারীরা বয়স বুঝতে পারেননি। শনিবার দুপুরে সরকারি একটি সূত্র ওই সংবাদ সংস্থাকে জানিয়েছে, আরও তিনটি দেহ উদ্ধার করা হয়েছে। সেগুলি এখনও শনাক্ত করা যায়নি। শিলচরের হাসপাতালে ময়াতদন্তের জন্য পাঠানো হচ্ছে। উল্লেখ্য, জিরিবাম থেকে ওই হাসপাতালের মর্গের দূরত্ব প্রায় ৫০ কিলোমিটার।

মাতৃ স্বপ্নাদেশে তৈরি হয়েছিল আদ্যাপীঠ

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(চতুর্থ পর্ব)

খাও, মা পড়ো - এমন সহজ সরল প্রাণের ভাষায় যে ভক্ত নিজের ভোগ্যবস্তু এবং ব্যবহার্য বস্তু আমাকে নিবেদন করেন, সেটাই আমার পুজো। যদি কোনও ভক্ত আমার সামনে আদ্যাস্তোত্র পাঠ করে, তাহলে আমি বিশেষ আনন্দিত হই।' এরপর দেবী আদ্যাস্তোস্ত্র বলেন এবং অন্নদা তা লিখে রাখেন। সেই স্ত্রোত্রই বর্তমানে আদ্যাপীঠে পাঠ হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের থেকে দীক্ষা পরে দেবী আদ্যার স্বপ্নাদেশ মতো, অন্নদা বিজয়া দশমীতে মূর্তিটি বিসর্জন দেন মাঝগঙ্গায়। স্বপ্নাদেশ মতই

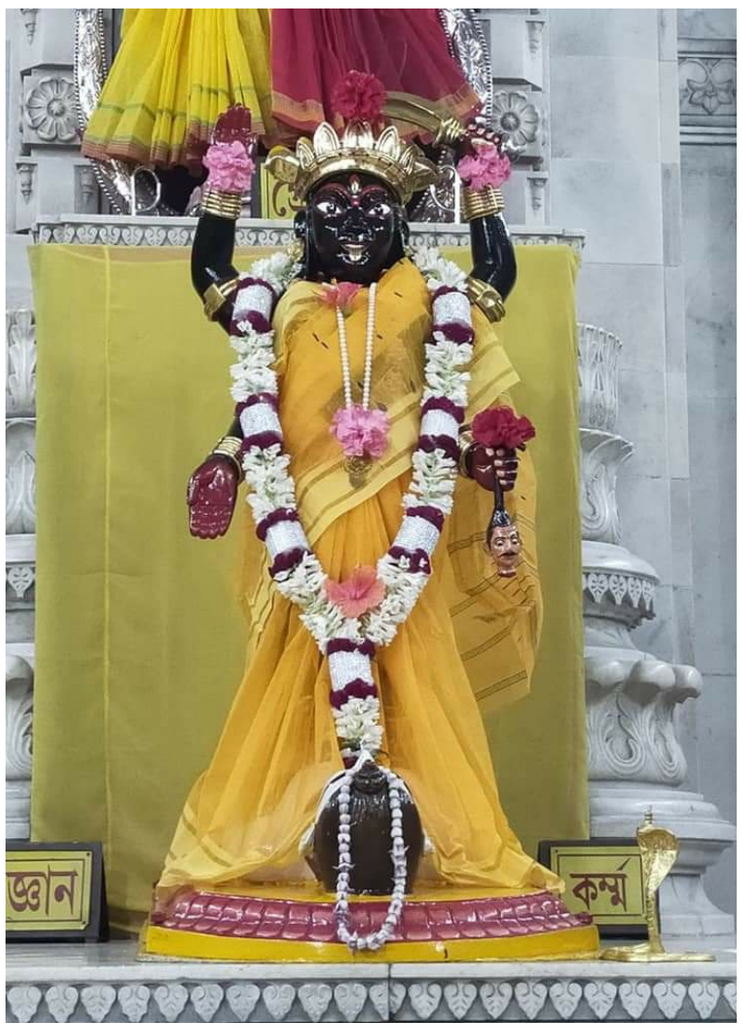

মূর্তিটির ছবি তুলে রেখেছিলেন অন্নদাচরণ। সেখান থেকেই তৈরি হয় বর্তমান আদ্যামূর্তি। বাংলার ১৩২৫ সালে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে স্বপ্নে সন্ন্যাস দীক্ষাও দেন। রামকৃষ্ণদেব, অন্নদাকে বলেন, 'তোর কবিরাজি ব্যবসা হবে না'।

অন্নদা ঠাকুরের সকলের জন্য ভাবনা

অন্নদা ঠাকুরই ঠিক করে গিয়েছিলেন, আদ্যাপীঠ মন্দিরের আয় থেকে বালকদের জন্য ব্রহ্মচর্যাশ্রম এবং বালিকাদের জন্য তৈরি হবে আর্য নারীর আদর্শ শিক্ষাদান কেন্দ্র। এছাড়া সংসারবিবাগী গৃহস্থের জন্য তৈরি হবে বাণপ্রস্থাশ্রম এবং সংক্রামক ব্যাধি নিবারণের চেষ্টা বা হাসপাতাল তৈরি করা হবে।

অন্নদা ঠাকুরের প্রয়াণ

বাংলার ১৩৩৫ সালে অন্নদা ঠাকুর পুরীতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর প্রয়াণের এত বছর পরেও, ভক্ত- শিষ্য ও ব্রহ্মচারীরা সেই নির্দেশ মানছেন অক্ষরে অক্ষরে।

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

৩ পাতার পর

বৈঠকখানা থেকে শিয়ালদহ কর্মক্লান্ত নগরীর সেকাল- একাল

অঞ্চলে ঢুকে হামাগুড়ি দিয়ে খুঁজতে থাকুন সেই বটবৃক্ষের কোন শিকড়। কিংবা এক টুকরো তামাকের ছাই, যা বণিকেরা সেদিন বসে বসে মৌজ করে সেবন করতেন। কিন্তু কোথায়? কোথায় সে সব! দেখতে দেখতে আপনার চোখ আপনা থেকেই অবিশ্বাসে কালো হয়ে উঠবে। এবারে শিয়ালদহের সামনে দাঁড়িয়ে আর একবার ষ্টেশনের মাথার ঘড়ি থেকে চোখ দুটো বরাবর নামিয়ে দিন। চোখের ওপর জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করুন সেই বৃহৎ প্রাচীন বটবৃক্ষটি। যেটা অতীতে মাথা উঁচু করে সেখানে নিজের অস্তিত্ব প্রকাশ করেছিল; কিন্তু না, কিছুতেই মনে করতে পারবেন না। আর মনে করবেন কি? কিছু চিহ্ন কি সেখানে আছে যে সেই চিহ্নটির গোড়া ধরে একটা কল্পনার ভাব আনবেন? শহর কলকাতা চিরকাল পুরোন খোলস ছেড়ে নতুন খোলস নিয়েছে কিন্তু পুরাতনের কোন চিহ্নই সে নিজের দেহে ধরে রাখে নি। শুধু ঐতিহাসিকেরা দয়া করে তাঁদের মহামূল্যবান পুস্তকে সেই সব স্মৃতি ধারণ করে আমাদের জ্ঞান পিপাসা আরও বাড়িয়েছেন। অথচ একদিন ওই বিখ্যাত বটবৃক্ষের ছায়া-শীতল তলায় বসে দেশি বিদেশি বণিকেরা বিশ্রাম করতেন, তামাক সেবন করতেন আর আড্ডা দিতেন।

শুনলে আশ্চর্য লাগে যে তখনকার দিনেও আড্ডার চল ছিল। আড্ডা যে একটা মহামিলনের মহৌষধ সে কথা বাঙালি অনেকদিন পরে বুঝতে পেরেছিল। আজকাল আড্ডা দিলে চরিত্র নষ্ট হয় না বরং দৃঢ় হয়। মানুষ সব বয়সে সর্বকালে আড্ডা দিতে ভালবাসে। সারাদিনের পরিশ্রম তারপর একটু মৌজ করে আড্ডা। কয়েক কাপ চা, কয়েকটা সিগারেট। আর কয়েকটি ইয়ার বন্ধু, তা তাঁরা এক বয়েসের হোক বা যুবক-বৃদ্ধের মিলন হোক কিংবা ছেলে-মেয়েতে হোক। আড্ডা কিন্তু আড্ডাই। সেটার কোন রকমফের নেই। নির্মল বা দূষিত হোক - তবুও সেটার মূল্য আছে। আজকের যুগে আড্ডাতেই পৃথিবীর কাজ চলেছে। যুদ্ধ শুরু হচ্ছে, আবার যুদ্ধ থামছেও। আড্ডাতে যেমন বন্ধুত্বের সূত্রপাত হচ্ছে, তেমনই শত্রুর বৃদ্ধিও হচ্ছে। ইদানীং কালে স্রেফ আড্ডাতেই অনেক বড় বড় কাজ সুসম্পন্ন হচ্ছে। তাই আমাদের বাপ-পিতামহের সাবধানবাণীর আজকাল আর কোন মূল্য নেই। তাই আজ ভাবতে আশ্চর্য লাগে যে, তখনকার দিনের কলকাতার বড় বড় মহারথীরা সেই প্রাচীন বটবৃক্ষের তলায় বসে আড্ডা দিতেন। ঘোড়া বা গাধা বা উটের পিঠে ব্যবসায়ীরা মালপত্তর রেখে সেগুলোকে ওই বটবৃক্ষের পাশে বেঁধে রাখতেন। তারপরে বিশ্রাম করে, আড্ডা সুখে তৃপ্ত হয়ে আবার যে যাঁর পথে চলে যেতেন। পুরানো কলকাতার সেই প্রধান মহামিলন ক্ষেত্রটি কবে যে লোপ পেয়েছিল তার কোন হদিস ইতিহাস থেকে পাওয়া যায় না। ইতিহাসের কোথাও কোন তারিখ বা কোন খ্রীষ্টাব্দ লেখা নেই। এবং কে সেই রমণীয় স্থানটি অমন করে উচ্ছেদ করেছিলেন, তাঁরও কোন নাম ইতিহাসে লেখা নেই। তবে এ কথা হলফ করে বলা যায় যে সেখানেই সেই বটবৃক্ষটি ছিল এবং সেখানে একটি আড্ডা ঘরও ছিল তা - না হলে 'বৈঠকখানা' নাম হল কেন?

অতীতে শুধু 'বৈঠকখানা বাজারের' সীমানাকেই 'বৈঠকখানা' বলা হত না। ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দের 'আপজনের ম্যাপ' অনুসারে 'লালবাজার' থেকে 'শিয়ালদহ' পর্যন্ত অঞ্চলটিকে 'বৈঠকখানা রোড' বলা হত। ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'হিকির গেজেট' থেকেও জানা যায় যে ওই বটবৃক্ষটি ও তার বিপরীত দিকে ইংরেজদের আর একটি 'ব্রেড-এণ্ড-চিজ বাংলো আড্ডা ঘর' ছিল। এবং ওই আড্ডা ঘরটি সেকালের ইংরেজদের কাছে সুপ্রসিদ্ধ ছিল এবং বিখ্যাত একটি 'ট্যাভার্ন' নামে সর্ব সাধারণের কাছে প্রসিদ্ধ ছিল। তারপরে ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে সেই বাংলোটি নিলামে বিক্রি করবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এই বিষয়ে তখনকার দিনের সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল বলেই এই তত্ত্বটি সহজে পাওয়া যায়। তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে, বাড়ির বৈঠকখানার মত ওই অঞ্চলটিও একদিন ইংরেজদের পুরো বৈঠকখানা ছিল। তখন ইংরেজরা 'চৌরঙ্গী'তে বাস করতেন আর 'বৈঠকখানায়' এসে আড্ডা দিতেন। সেইজন্যই এখন বৈঠকখানার সমগ্র অঞ্চলটি এমন কি শিয়ালদহর চারদিকে আড্ডা দেওয়ার মত লোকের মিছিল। দিনরাত কেবল লোক, কেবল কলরব। আড্ডা দেওয়া ছাড়া যেন কারুর আর কোন কাজ নেই। দেশবিদেশ থেকে লোক ট্রেনে করে আসছেন আর ওই পথ দিয়ে আড্ডা দিতে দিতে যাচ্ছেন। ব্যবসায়ীরা মাছ তরিতরকারী নিয়ে তারই পাশের বাজারে বসে যাচ্ছেন বিক্রি করতে - আর একই সঙ্গে ভিন্ন দেশের লোকের সঙ্গে হাসি-তামাশার সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছেন। তার উপরে আছে সারা শহর কলকাতার সব লোকের আসা-যাওয়া। সবই যেন সেই প্রাচীন কলকাতার আড্ডা ঘরের স্মৃতি রক্ষার্থে। সেই বটবৃক্ষের অমর স্মৃতিকে রক্ষা করবার জন্য নিজেদের অজান্তেই যেন সেই তোড়জোড়। কালের গর্ভে হারিয়ে যাওয়া ইতিহাসকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যই যেন মানুষের সেই পরিত্রাহি চেষ্টা।

কিন্তু যদি প্রাচীন কলকাতার এই স্মৃতিচিহ্নগুলি ঐতিহাসিকদের পুস্তকের মত কেউ চিহ্নিত করে রাখতেন? কিন্তু কে তখন জানতেন যে একদিন এর এত মূল্য হবে? তখন কে-ই বা জানতেন যে বর্তমান সময়ের মানুষ আবার সেই স্মৃতিচিহ্নগুলোকে খুঁজবে?

৩ পাতার পর

আড়ং সুষ্ঠুভাবে করতে হবে, করা বার্তা ছিল প্রশাসনের, দুপুরেই ভেঙে পড়লো ভদ্র কালী

পুলিশ প্রশাসন চারিদিকে নো এন্ট্রি করে দেয় এবং ক্রেনের মাধ্যম দিয়ে ঠাকুরটিকে সোজা করে বিসর্জনের পথে নিয়ে যাওয়া হয়। এই বিপত্তি ঘটর ফলে পেছনের সমস্ত ঠাকুরআটকে পড়ে। এই হরিসভার ভদ্রকালীর জন্য আগে সন্ধ্যের বেলায় সমস্ত ঠাকুর কে বিপদের মুখে পড়তে হতো, শহরের ছোট রাস্তায় গিয়ে আটকে পড়তো যার ফলে সমস্ত ঠাকুর পেছনে আটকে যেত। তাই নবদ্বীপ রাস কমিটি, পুলিশ প্রশাসন এবং ভদ্রকালী বারোয়ারি কমিটি দুপুর বেলায় আড়ংয়ে বের করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। সেখানেও এই বিপত্তি। ১৬ তারিখ শনিবার দুপুরে আড়ং এ বের হয়েছিল নবদ্বীপের পোড়ামা প্রাঙ্গণের কাঁসারী কালী, হরিসভা পাড়া ভদ্র কালী, বড় বাজারের রাজগণেশ, কলেজ রোডের সিংহবাহিনী, ওলা বাজারের মুক্তকেশী (এই বছর প্রথম) চারিচারা পাড়া বাজার ভদ্রকালী। সবশেষে বের হয় ১০৮জন বেহারার কাঁধে করে রাজরানী অর্থাৎ গৌরাঙ্গিনী মাতা। সন্ধ্যা ৫ টা থেকেই বের হয়ে যায় লাইসেন্স প্রাপ্ত প্রতিমা গুলো আড়ংয়ের জন্য। এখন চ্যালেঞ্জ পুলিশ প্রশাসন, কেন্দ্রীয় রাস কমিটিসহ রাস বারোয়ারি গুলোর সঠিক ও সুস্থভাবে আড়ং করা।

কোজাগরী লক্ষ্মী পূজা সঠিকভাবে পালন করলে বহু ফল পাওয়া যায় মানব জীবনে

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে আছে এই দেবী বৈকুণ্ঠে পরিপূর্ণতমা শ্রেষ্ঠা মহালক্ষ্মী, স্বর্গে ইন্দ্রের সম্পদরূপা স্বর্গলক্ষ্মী, পাতাল ও মর্ত্যে রাজাদের রাজলক্ষ্মী, গৃহে তিনি গৃহলক্ষ্মী ও অংশরূপে গৃহিনী এবং গৃহিগণের সম্পদরূপিণী মঙ্গলকারিণী মঙ্গলা। তিনি গাভীদের জননী সুরভী, যজ্ঞের পত্নী দক্ষিণা, তিনি ক্ষীরোদ-সমুদ্রকন্যা, পদ্মফুলের সৌন্দর্যরূপিণী, চন্দ্রের শোভারূপা, সূর্যমণ্ডলের শোভারূপা এবং অলঙ্কারে, রত্নে, ফলে, জলে, নৃপপত্নীতে, গৃহে, সকল শস্যে, বস্ত্রে ও পরিষ্কৃত স্থানে বিরাজমানা।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

সিনেমার খবর

cinema TV

পরিবারে অঘটন, যেভাবে পাল্টে যায় কাজল ও রানির সম্পর্ক

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : বলিউড অভিনেত্রী রানি মুখোপাধ্যায় ও কাজল, একটা সময় দুজনেই দাপটের সঙ্গে কাজ করেছেন। একের পর এক হিট সিনেমা উপহার দিয়েছেন। একই পরিবারের মেয়ে তারা। সম্পর্কে দুই বোন। তাদের মধ্যে বয়সের ব্যবধান ছিল না তেমন। সেই কারণেই খুব সহজে হতে পারত তাদের বন্ধুত্ব। একে অন্যের সঙ্গে খুব ভালো সম্পর্ক বজায় রাখতে পারতেন তারা। তবে, তাদের তেমন কোনো ছবি খুব একটা দেখা যায়নি। কফি উইথ করণ শোতে এই জুটিকে একসঙ্গে দেখে অনেকেই বেশ খুশি হয়েছিলেন। কারণ একটা সময় তাদের একসঙ্গে তেমন দেখা যেত না। সেই রানি-কাজলকেই করণের সঙ্গে খোলামেলা আড্ডা দিতে দেখা গিয়েছিল। করণও চুটিয়ে আড্ডা দিয়েছিলেন তাদের সঙ্গে। পাশাপাশি এমন বেশ কিছু প্রশ্ন সামনে তুলে এনেছিলেন, যা নিয়ে ভক্তমনেও কৌতুহল ছিল প্রথম থেকেই।

করণ প্রশ্ন রেখে বলেন, শুরুতে তেমন একটা বন্ধুত্ব ছিল না, কিন্তু কেন? জবাবে কাজল বলেছিলেন, সত্যি তেমন কোনো কারণ ছিল না। খুব স্বাভাবিক দূরত্ব। আমাদের কাছে সেই সময়টা কাজই প্রথম গুরুত্ব পেত।

কাজলের কথা শেষ হতে না হতেই রানি বলে ওঠেন, কারণ আমরা সবাই ছোট ছিলাম, যে সময় কাজল দিদিকে একটু কেমন লাগত। কাজল পরিবারের ছেলেদের সঙ্গে বেশি ঘনিষ্ঠ ছিলেন। এরপর ওরা থাকত শহরে, আর আমরা থাকতাম জুহুতে। তাই খুব একটা দেখাও হত না।

এরপর করণ প্রশ্ন করেন কীভাবে তাদের মধ্যে বন্ধুত্ব তৈরি হলো। জবাবে কাজল জানান, তাদের বাবা মারা যাওয়ার পর। যখন রানির বাবা প্রয়াত হন, তিনি কাজলের বাবার সঙ্গে অনেকটা বেশি সময় কাটাতে শুরু করেন। এরপর তিনিও চলে যেতে এই দুইয়ের মধ্যে যোগাযোগ বাড়ে। তখন থেকেই তাদের মধ্যে সম্পর্ক সহজ হয়।

'জিগরা'র ভরাডুবির পর দক্ষিণে মন আলিয়ার!

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : পূজায় মুক্তি দিয়েও বক্স অফিসে বাজিমাত করতে পারেনি আলিয়া ভাটের 'জিগরা'। করণ জোহরের সঙ্গে যৌথভাবে ছবিটি প্রযোজনা করেছিলেন তিনি। কিন্তু সিনেমা তৈরি করতে যা খরচ হয়েছে, বাজেটের সেই অর্থটুকুও ফেরত পাননি। এতেই নাকি বেশ হতাশ অভিনেত্রী।

শোনা যাচ্ছে, এবার দক্ষিণে মন দিতে চলেছেন আলিয়া। সেখানকার এক 'ব্লকবাস্টার' নির্মাতার সঙ্গে জুটি বাঁধতে চলেছেন বলিউডের 'গাঙ্গুবাই'। সূত্রমতে, আগামী বছর অর্থাৎ ২০২৫ সালের মাঝামাঝি সময়ে শুটিং শুরু হবে। হায়দরাবাদের প্রযোজনা সংস্থা বৈজন্তী ফিল্ম নাকি ছবিটি প্রযোজনা করছে। উল্লেখ্য, এই সংস্থার সঙ্গে যুক্ত অশ্বিণের স্ত্রী প্রিয়াঙ্কা দত্ত।

প্রসঙ্গত, 'জিগরা'র ভরাডুবির পর আলিয়া ও করণকে বিতর্কের মুখেও পড়তে হয়েছিল। ছবি নির্মাতাদের বিরুদ্ধে 'ফেক কালেকশন' দেখানোর অভিযোগ এনেছিলেন অভিনেত্রী-প্রযোজক দিব্যা খোসলা। রটনা, তিক্ততা এই পর্যায়ে গিয়েছে যে রণবীর কাপুরের 'অ্যানিম্যাল পার্ক' ছবি নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। স্ত্রীর অপমানের জেরেই নাকি 'অ্যানিম্যাল' ছবির সিক্যুয়েল 'অ্যানিম্যাল পার্ক' ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন অভিনেতা। কারণ অভিনেত্রী-প্রযোজক দিব্যা ছবির অন্যতম প্রযোজনা সংস্থা টি-সিরিজের মালিক ভূষণ কুমারের স্ত্রী।

যেদিন আসছে 'পুষ্পা ২' ছবির ট্রেলার

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : দক্ষিণ ভারতের সুপারস্টার আল্লু অর্জুনের 'পুষ্পা ২: দ্য রুল' সিনেমাটির অপেক্ষায় কোটি কোটি দর্শক অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন। প্রথমটির সাফল্যের পর দারুণভাবে তৈরি হয়েছে দ্বিতীয়টিকে নিয়ে প্রত্যাশা। সবাই দিন গুনছেন কবে আসবে ৫ ডিসেম্বর। এদিনই মুক্তি পাবার কথা ছবিটির।

তবে তার আগে 'পুষ্পা' ভক্তদের জন্য এসেছে নতুন সুখবর। সুকুমার পরিচালিত সিনেমাটির ট্রেলার প্রকাশের তারিখ ঘোষণা করা হয়েছে। আসছে ১৭ নভেম্বর সন্ধ্যা ৬টা ০৩ মিনিটে মুক্তি পাবে ট্রেলারটি।

টুইটারে এই অফিসিয়াল ঘোষণা স্বয়ং নির্মাতা দিয়েছেন। সেই পোস্টে লেখা ছিল, 'ম্যাস ফেস্টিভ্যাল শুরু হওয়ার আগেই একটি 'অত্যন্ত উত্তেজনাপূর্ণ এবং হিট' ছাড়ব সিনে দুনিয়ায়।'

'পুষ্পা ২' ছবির প্রথম লুক ও পোস্টার ইতিমধ্যে ব্যাপক আলোচিত হয়েছে। ছবিতে আল্লু অর্জুনের বিপরীতে শ্রীভল্লি চরিত্রে দেখা যাবে ভারতের ক্রাশ রাশমিকা মান্দানাকে।

এর আগে এই সিরিজের প্রথম সিনেমা পুষ্পা: দ্য রাইজ' সিনেমাটি ২০২১ সালে মুক্তি পায়। সেটি ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে। বক্স অফিসেও রেকর্ডসংখ্যক ব্যবসা করে। মূলত ক্রাইম-ড্রামা ধাঁচের সিনেমাটির গল্প ভারতের আদিবাসী জীবনের পটভূমিতে গড়ে উঠেছে। কাহিনীর কেন্দ্রে রয়েছেন পুষ্পা রাজ নামে এক যুবক যে অবৈধ লাল চন্দন কাঠ পাচারের ব্যবসায় জড়িয়ে পড়ে। ধীরে ধীরে অপরাধী জগতে তার শক্তিশালী নেতা হয়ে ওঠার গল্পই দেখানো হয় ছবিটি। দ্বিতীয় পর্বে দেখা যাবে সেই নেতা হিসেবে পুষ্পা রাজের শাসনকাল।

কঠিন সময়ে ঐশ্বরিয়ার পাশে রেখা

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : ঐশ্বরিয়া রাই বচ্চন। যিনি অভিনয় দক্ষতা ও নিজের সৌন্দর্য দিয়ে দর্শকদের মনে জায়গা করে নিয়েছেন। তবে করণ জোহারের এক অনুষ্ঠানে ঐশ্বরিয়ার এই সৌন্দর্য 'প্লাস্টিক সার্জারি' বলে কটাক্ষ করেছিলেন ইমরান হাশমি।

ঐশ্বরিয়ার এই দুঃসময়ে পাশে দাঁড়িয়েছিলেন কিংবদন্তী অভিনেত্রী রেখা। তিনি দাবি করেছিলেন, ভারতে মডেলদের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর হলেন ঐশ্বরিয়া।

ভারতীয় গণমাধ্যমে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, 'মডেলদের মধ্যে আমার সবচেয়ে পছন্দ ঐশ্বরিয়াকে। নে সবচেয়ে সেরা, যারা ওকে 'প্লাস্টিক' বলে, আমি তাদের সমর্থন করি না। ওর অভিব্যক্তি খুবই স্বতঃস্ফূর্ত।'

ঐশ্বরিয়ার জন্য অন্য কারও সঙ্গে লড়তেও রাজি ছিলেন রেখা। তার ভাষ্য, "আমি বাঘিনীর মতো ওর হয়ে লড়ব। ওর জন্য অনেক ভালবাসা।'

প্রসঙ্গত, 'উমরাও জান' সিনেমাতে অভিনয় করেছিলেন রেখা। পরে ঐশ্বরিয়াকে এই একই চরিত্রে দেখা যায়। দক্ষিণ ভারতের হয়েও ঐশ্বরিয়ার মুখে উর্দু সংলাপ শুনে মুগ্ধ হয়েছিলেন বর্ষীয়ান অভিনেত্রী।

মিঠুন চক্রবর্তীকে প্রাণনাশের হুমকি পাকিস্তান গ্যাংস্টারের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত করার অভিযোগে হত্যার হুমকি পেলেন অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তী। ভারতের ক্ষমতাসীন দল বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতা মিঠুনকে খুনের হুমকি দিয়েছেন দুবাই ভিত্তিক পাকিস্তানের গ্যাংস্টার শাহজাদ ভাটি। কারাগারে বন্দি ভারতীয় গ্যাংস্টার লরেন্স বিষ্ণোইয়ের ঘনিষ্ঠ হিসেবে পরিচিত ভাটি। আগামী ১০ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে ক্ষমা না চাইলে মিঠুনকে প্রাণে মেরে ফেলার এই হুমকি দেওয়া হয়েছে। সম্প্রতি গত ২৭ অক্টোবর কলকাতার 'ইস্টার্ন জোনাল কাউন্সিল সেন্টার' (EZCC)-এ আয়োজিত বিজেপির সদস্যপদ অভিযানে বিতর্কিত মন্তব্য করার অভিযোগ উঠেছিল মিঠুনের বিরুদ্ধে। গত লোকসভা নির্বাচনের প্রচারণায় গিয়ে পশ্চিমবঙ্গের ক্ষমতাসীন দল তৃণমূল কংগ্রেসের বিধায়ক হুমায়ুন কবির সাম্প্রদায়িক উস্কানিমূলক মন্তব্য করে বসেন। তার প্রেক্ষিতেই পাল্টা মন্তব্য করেছিলেন মিঠুন। হুমায়ুন কবিরকে তার নিজের জায়গায় পুঁতে দেওয়ার হুংকার দিয়েছিলেন মিঠুন। সেই মন্তব্যের প্রেক্ষিতে মিঠুনের বিরুদ্ধে সল্টলেকের বিধাননগর দক্ষিণ এবং কলকাতার বউবাজার থানায় দুইটি এফআইআর'ও দায়ের করা হয়েছিল। এবার সেই মন্তব্যের প্রেক্ষিতেই প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হল মিঠুনকে। পাকিস্তানের গ্যাংস্টার শাহজাদ ভাটি একটি ভিডিও পোস্ট করেন। তাতে মিঠুনকে অস্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করতে দেখা গেছে ভাটিকে। সেই ভিডিওতে মিঠুনের ওই বিতর্কিত মন্তব্যের ভিডিও পোস্ট করার পাশাপাশি আগামী ১০ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে মিঠুনকে ক্ষমা চাওয়ার দাবি জানিয়েছে ভাটি। তাতে বলা হয়েছে ওই মন্তব্যের জন্য মিঠুন যদি ক্ষমা না চান, তবে তাকে চরম মূল্য দিতে হবে। হুমকি বার্তায় পাকিস্তানি গ্যাংস্টার ভাটি বলেন, 'মিঠুন সাব আপনাকে একটা উপদেশ দেওয়ার আছে। আপনি ১০-১৫ দিনের মধ্যেই নতুন একটা ভিডিও প্রকাশ করে তাতে ক্ষমা চেয়ে নিন। ক্ষমা চাওয়াটাই আপনার কাছে ভালো হবে। কারণ আপনি আমাদের মনে কষ্ট দিয়েছেন। যেখানে বিভিন্ন ধর্মের মানুষরা আপনাকে ভালোবাসা দেয়, মুসলিমরাও আপনাকে অনেক শ্রদ্ধা করে এবং ভালোবাসে। আপনার মত বয়সে অনেকেই এমন কিছু বলে ফেলেন যা নিয়ে পরে অনুশোচনাও করে।' তিনি আরো বলেন, 'এটা সিনেমা নয়। এটা বাস্তব জীবন। আমি ভিডিওতে কাউকে হুমকি দেই না। এমন কোনো যুদ্ধে জড়াবেন না, যেখানে জিততে পারবেন না।' এর আগে বলিউড অভিনেতা সালমান খান এবং শাহরুখ খানকেও প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি দেওয়া হয়েছিল। বেশ কয়েক বছর আগে কৃষ্ণসার হরিণ হত্যা মামলায় বলিউড অভিনেতা সালমান খানকে ক্ষমা চাওয়ার দাবি জানিয়ে তাকে খুনের হুমকি দিয়েছিল লরেন্স বিষ্ণোই। কয়েকদিন আগেই সালমানের কাছের বন্ধু মহারাষ্ট্রের ন্যাশনাল কংগ্রেস পার্টির (এনসিপি) নেতা বাবা সিদ্দিকী'কে হত্যার পিছনেও লরেন্স বিষ্ণোইয়ের হাত আছে বলে মনে করা হয়। এছাড়া গত সপ্তাহেই অপরিচিত ব্যক্তির কাছ থেকে প্রাণনাশের হুমকি পেয়েছিলেন বলিউড বাদশা শাহরুখ খানও।

তুমুল ফর্মে থাকা

সালাহ'র জায়গা হল না জাতীয় দলে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : প্রিমিয়ার লিগের অন্যতম জায়ান্ট লিভারপুলে নিজের শেষ মৌসুম খেলছেন মোহামেদ সালাহ। চলতি মৌসুম শেষে তার ঠিকানা বদলের কথা রয়েছে। এখন পর্যন্ত শেষটাও ব্যক্তিগত পারফরম্যান্সে রাঙিয়ে তুলছেন এই মিশরীয় ফরোয়ার্ড। এর মাঝে শুরু হচ্ছে আন্তর্জাতিক ফুটবলের নভেম্বর উইন্ডো। যেখানে অধিনায়ক সালাহকে ছাড়াই আফ্রিকা নেশন্স কাপের (আফকন) স্কোয়াড ঘোষণা করেছে মিশর।

চলতি মৌসুম থেকে ফুটবলারদের ব্যস্ততা আগের তুলনায় অনেক বেড়েছে। বিশেষ করে উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগের নতুন ফরম্যাট তাদের বাধ্য করছে আরও বেশি ব্যস্ত সূচিতে খেলতে। যে কারণে আন্তর্জাতিক বিরতিতে যতটা সম্ভব ফুটবলারদের কম ছাড়তে চায় ক্লাবগুলোও। লিভারপুলকে সেই সুযোগটা করে দিয়েছে সালাহ'র দেশ। আগেই মিশরকে আফকনের মূল প্রতিযোগিতার টিকিট পেতে ভূমিকা রেখেছেন এই তারকা।

আফ্রিকান ফুটবলের শীর্ষ এই প্রতিযোগিতার (আফকন-২০২৫) পরবর্তী আসর বসবে মরক্কোতে। তার আগে বাছাইপর্বের তিন গ্রুপ থেকে অংশ নিচ্ছে মিশর। সালাহ'র নেতৃত্বে দলটি চার ম্যাচের চারটিতেই জিতেছে। তবে এখনও দুটি ম্যাচ বাকি বাছাইপর্বে। যেখানে আগামী ১৫ নভেম্বর কেপ ভার্দে ও ১৯ নভেম্বর বতসোয়ানার বিপক্ষে খেলবে মিশর। সেজন্য ঘোষিত দলে নেই সালাহ'র নাম।

লিভারপুলের এই কিংবদন্তি স্ট্রাইকার আন্তর্জাতিক ফুটবলে মিশরের জার্সি গায়ে তুলেছেন ১০৩ ম্যাচে। যেখানে ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ ৫৯টি গোল করেছেন। ৩২ বছর বয়সী এই তারকার ফুটবল ক্যারিয়ার হয়তো আরও দীর্ঘ করতে চাইবেন। তবে ইউরোপীয় ক্লাবে তাকে ঠিক আর কতদিন দেখা যায় সেটা সময়ই বলে দেবে। ইতোমধ্যে সৌদি প্রো লিগের দল তাকে বড় অঙ্কের লোভনীয় প্রস্তাব দিয়েছে। এ ছাড়া ফ্রান্সের পিএসজিও আশায় রয়েছে সালাহকে পাওয়ার।

নভেম্বর উইন্ডোতে এই তারকা উইঙ্গারের বিশ্রাম লিভারপুলের জন্যও স্বস্তির। চলতি মাসে প্রিমিয়ার লিগ এবং চ্যাম্পিয়ন্স লিগে তাদের দুটি ম্যাচ রয়েছে। ইউসিএলের ম্যাচটি আবার রিয়াল মাদ্রিদের বিপক্ষে। যার জন্য পূর্ণাঙ্গ স্কোয়াডই পেতে চাইবেন অলরেড কোচ আর্নে স্লট। অন্যদিকে, প্রিমিয়ার লিগেও এখন পর্যন্ত শীর্ষে আছে অ্যানফিল্ডের ক্লাবটি। চলতি মৌসুমে তাদের হয়ে ১৭ ম্যাচে ১০টি করে গোল ও অ্যাসিস্ট করেছেন সালাহ। লিভারপুলের জার্সিতে সবমিলিয়ে তার গোল ২২১টি।

মেসি ও আর্জেন্টিনার জার্সি নিষিদ্ধ করল প্যারাগুয়ে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বিশ্বের যে প্রান্তেই খেলা হোক না কেন, মাঠে আর্জেন্টিনার ফ্যানদের উপস্থিতি থাকে চোখে পড়ার মতো। তবে, প্যারাগুয়ের বিপক্ষে আসন্ন বিশ্বকাপ বাছাইয়ের ম্যাচের আগে নিষিদ্ধ করা হলো মেসি ও আর্জেন্টিনার জার্সি।

ক্লাব ফুটবলের বিরতিতে শুরু হয়েছে আন্তর্জাতিক ফুটবলের প্রস্তুতি। এ বিরতিতে দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলোও নামবে বিশ্বকাপ বাছাইয়ের ম্যাচ খেলতে। ১৫ নভেম্বর ভোর সাড়ে পাঁচটায় আর্জেন্টিনাকে আতিথ্য দেবে প্যারাগুয়ে। আর্জেন্টিনা-প্যারাগুয়ের এই ম্যাচে বিশেষভাবে চোখ থাকবে লিওনেল মেসির দিকে। এদিন নিশ্চিতভাবে অনেকেই মাঠে আসবেন মেসির খেলা দেখতে। এত কাছ থেকে মেসির খেলা দেখার সুযোগ কে হারাতে চায়!

তবে এদিন যেসব প্যারাগুইয়ান মেসি-ভক্ত খেলা দেখতে মাঠে আসবেন, তাঁদের জন্য বিশেষ নিয়ম করেছে প্যারাগুয়ের ফুটবল ফেডারেশন। যেখানে 'মেসি ১০' লেখা জার্সি তো বটেই, আর্জেন্টিনার জার্সি পরেও ঢুকতে পারবে না স্থানীয় কোনো দর্শক। প্যারাগুয়ের ফুটবল ফেডারেশনের লাইসেন্সিং ম্যানেজার ফার্নান্দো ভিলাসবোয়া বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেছেন, 'আমরা এরই মধ্যে স্থানীয় পর্যায়ে সতর্কবার্তা দিয়েছি। আমরা প্যারাগুয়ে কিংবা নিরপেক্ষ জার্সি ছাড়া গ্যালারির স্বাগতিক সমর্থকদের অংশে প্রবেশের অনুমতি দেব না। প্রতিপক্ষের জার্সি পরে যাঁরা আসবেন, তাঁরা থাকতে পারবেন না।'

'হোম' গ্যালারিতে প্রতিপক্ষের জার্সিনিষিদ্ধ করে প্যারাগুয়ে মূলত মাঠে মেসি-ম্যানিয়া থামাতে চাচ্ছে কি না, সেই প্রশ্ন তুলেছেন অনেকে। ফুটবলভিত্তিক সংবাদমাধ্যম 'গোল ডটকম' প্যারাগুয়ের ফুটবল ফেডারেশনের এই নিয়মকে বলছে 'অ্যান্টি-লিওনেল মেসি' ব্যবস্থা। মেসির সঙ্গে এই নিয়ম সম্পৃক্ত থাকার আভাস অবশ্য ভিলাসবোয়ার পরের কথাটিতেই পাওয়া যায়, 'যেসব ক্লাবের জার্সিতে প্রতিপক্ষ দলের খেলোয়াড়দের নাম থাকবে, সেগুলোকেও আমরা অনুমতি দেব না।'

প্যারাগুয়ে ফুটবল ফেডারেশনের এই কর্মকর্তা অবশ্য বিশেষ কোনো খেলোয়াড়ের কারণে এমন ব্যবস্থা গ্রহণের কথা অস্বীকার করেছেন। তিনি আরও যোগ করেন, 'এটা নির্দিষ্ট কোনো খেলোয়াড়ের বিরুদ্ধে নয়। ফুটবলারদের ক্যারিয়ারের প্রতি আমাদের সম্মান আছে। এটা শুধু আমাদের ঘরের মাঠে সুবিধা পাওয়ার জন্য জরুরিভাবে নেওয়া।'

মেসির কারণে গ্যালারিতে তার দলের জার্সি নিষিদ্ধ করার ঘটনা এবারই প্রথম নয়। এর আগে, গত মার্চে ইন্টার মায়ামির বিপক্ষে কনক্যাকাফ চ্যাম্পিয়ন কাপের ম্যাচে গ্যালারির নির্দিষ্ট কিছু অংশে প্রতিপক্ষের জার্সি নিষিদ্ধ করেছিল ন্যাশভিলে।

ওয়ানডে র‍্যাঙ্কিংয়ে

বাংলাদেশকে ছাড়িয়ে গেল আফগানিস্তান

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আইসিসি ওয়ানডে র‍্যাঙ্কিংয়ে বাংলাদেশের অবস্থান এখন আফগানিস্তানেরও নিচে। বাংলাদেশের সঙ্গে তিন ম্যাচের সিরিজটি ২-১ ব্যবধানে জিতে আফগানরা উঠে গেছে ৮ নম্বরে।

একসময় ওয়ানডে র‍্যাঙ্কিংয়ে ছয় নম্বরে উঠেছিল বাংলাদেশ। সেই দল এখন নেমে গেছে ৯ নম্বরে।

শারজাহতে সোমবার সিরিজের তৃতীয় ওয়ানডের পর র‍্যাঙ্কিংয়ের এই পরিবর্তন স্বয়ংক্রিয়ভাবেই হয়ে গেছে আইসিসির ওয়েবসাইটে।

৮৬ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে সিরিজটি শুরু করেছিল বাংলাদেশ, দুই ম্যাচ হেরে তারা হারিয়েছে এক পয়েন্ট। ৮৪ পয়েন্ট নিয়ে সিরিজ শুরু করা আফগানরা দুই জয়ে পেয়েছে এক পয়েন্ট।

দুই দলেরই পয়েন্ট এখন ৮৫। তবে ভগ্নাংশের ব্যবধানে এগিয়ে থাকায় আফগানিস্তান উঠে গেছে আটে।

বাংলাদেশের পরের সিরিজ র‍্যাঙ্কিংয়ের দশে থাকা ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে, আফগানদের পরের সিরিজ ১৩ নম্বরে থাকা জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে।

১১৮ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে এখন শীর্ষে আছে ভারত, ১১৩ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়া। মাত্রই অস্ট্রেলিয়ার মাঠে ২২ বছর পর ওয়ানডে সিরিজ জয় করা পাকিস্তান ১০৯ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে তিনে আছে।

ক্রিকেটকে তামাশা বানিয়েছে ভারত

'ইন্ডিয়া বয়কট' করতে যাচ্ছে পাকিস্তান

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : খবরটা নতুন নয়। ২০২৩ এশিয়া কাপের মতো ২০২৫ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতেও পাকিস্তানে দল পাঠাবে না ভারত। নরেন্দ্র মোদি সরকারের নেওয়া সিদ্ধান্ত আইসিসিকে ই-মেইলের মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছে ভারতের ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)। ভারতের এমন সিদ্ধান্তে যারপরনাই ক্ষুব্ধ পাকিস্তানের ক্রিকেট মহল। দেশটির সাবেক ক্রিকেটাররা ভারত সরকারের পাকিস্তানে ক্রিকেট দল না পাঠানোর সিদ্ধান্তে ক্ষোভ প্রকাশ করে সরকারকে কঠোর পদক্ষেপের আহবান জানিয়েছেন। কেউ বলছেন, 'ক্রিকেট নিয়ে ভারত তামাশা করছে'। কেউ বলছেন, 'যথেষ্ট হয়েছে'। এখনই নমনীয় অবস্থান থেকে সরে আসতে হবে।

২০০৯ সালে লাহোরে শ্রীলঙ্কা দলের ওপর হামলার পর টানা ছয় বছর নিরাপত্তা শঙ্কাকে সামনে এনে কোনো টেস্ট খেলুড়ে দেশ পাকিস্তানে খেলতে যায়নি। তবে গত কয়েক বছরে পরিস্থিতি পাল্টেছে। অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড, নিউজিল্যান্ডসহ সব দেশই সেখানে খেলতে গেছে। বাকি আছে শুধু ভারত। দ্বিপক্ষীয় সিরিজ বন্ধ থাকলেও ২০২৩ সালে এশিয়া কাপ খেলতে পাকিস্তানে যাওয়ার কথা ছিল ভারতের। কিন্তু ভারত সরকার রাজি না হওয়ায় টুর্নামেন্টটি 'হাইব্রিড মডেলে' পাকিস্তানের পাশাপাশি শ্রীলঙ্কায় আয়োজন করা হয়। এখন চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি ঘিরে ভারতের একই ধরনের অবস্থান নিয়ে ত্যক্ত-বিরক্ত জাভেদ মিয়াঁদাদ। পাকিস্তানের সাবেক টেস্ট অধিনায়ক তার দেশের ক্রিকেটকে ভারত ছাড়াই চলতে পরামর্শ দিয়েছেন, 'যা চলছে, সেটা তামাশা। আমরা যদি আদৌ ভারতের সঙ্গে না-ও খেলি, পাকিস্তানের ক্রিকেট শুধু টিকেই থাকবে না, উন্নতিও করবে। যেটা অতীতেও দেখা গেছে।'

পাকিস্তানের হয়ে ১২৪ টেস্ট ও ২৩৩ ওয়ানডে খেলা মিয়াঁদাদ মনে করেন, আইসিসির আয়ের জন্য ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ হওয়া দরকার। এখন নিজেদের স্বার্থেই ভারতকে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি খেলতে পাকিস্তানে আনার ব্যবস্থা করা উচিত আইসিসির, 'আমি দেখতে চাই ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ ছাড়া আইসিসি ইভেন্টে কীভাবে আয় হয়।' পাকিস্তানের সাবেক অধিনায়ক রশিদ লতিফ ভারতের পাকিস্তানের মাটিতে খেলতে না চাওয়ার পেছনে রাজনৈতিক কারণই আসল বলে মনে করেন। পিটিআইকে সাবেক এই উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যান বলেন, 'যথেষ্ট হয়েছে। যখন সব দলই কোনো সমস্যা ছাড়া পাকিস্তানে খেলতে পারছে, তখন ভারতের এই সিদ্ধান্তটা পুরোপুরি রাজনৈতিক। এটা কোনো মতেই গ্রহণযোগ্য নয়।'

ভারত সরকার ক্রিকেট দল না পাঠানোর কারণ হিসেবে প্রকাশ্য কিছু না বললেও দেশটির সংবাদমাধ্যম নিরাপত্তার কথা বলে আসছে। বর্তমান বাস্তবতায় যা সঠিক নয় বলে মন্তব্য করেছেন পাকিস্তানের সাবেক অধিনায়ক ও পিসিবির প্রধান নির্বাচক ইনজামাম উল হক, 'তারা (না এসে) ক্রিকেটের বড় একটা ইভেন্টকে বঞ্চিত করছে। পাকিস্তানের মাটিতে ভারতীয় দলের ওপর কোনো হুমকি নেই। বরং এখানে খেলতে এলে পরম আতিথেয়তাই পাবে।'

শেষ পর্যন্ত টুর্নামেন্ট খেলতে যদি ভারত না-ই আসে, তবে তাদের ছাড়াই আগামী বছর চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি আয়োজনের কথা ভাবছে মহসিন নাকভির নেতৃত্বাধীন বোর্ড। শুধু তা-ই নয়, ভবিষ্যতে ভারতের সঙ্গে কোনো টুর্নামেন্টে না খেলার মতো কঠোর সিদ্ধান্তও নেওয়া হচ্ছে। পাকিস্তান সরকার ও পিসিবির সূত্রে এসব খবর দিয়েছে দেশটির বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম।

৮ বছর বিরতি দিয়ে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির পরবর্তী আসর শুরু হওয়ার কথা ২০২৫ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি। এই টুর্নামেন্টে অংশ নেবে ৮ দল। টুর্নামেন্টের সূচি ঘোষণা করার কথা ছিল গতকাল। তবে ভারতের পক্ষ থেকে পাকিস্তানে না যাওয়ার সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেওয়ার পর তা স্থগিত করা হয়েছে। পিসিবি সূত্রে সামা টিভি অনলাইনের খবরে বলা হয়, ভারত সরকার পাকিস্তানে দল পাঠানো নিয়ে একগুঁয়েমি অবস্থান ধরে রাখায় আসন্ন চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে 'মাইনাস ইন্ডিয়া' ফর্মুলার কথা ভাবা হচ্ছে। পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডও আইসিসির মাধ্যমে ভারতকে ছাড়া টুর্নামেন্ট আয়োজনের সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দেওয়ার কথা ভাবছে। আইসিসি ক্রিকেটের বৈশ্বিক সংস্থাই নয়, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিরও মূল কর্তৃপক্ষ।

পাকিস্তানের আরেক সংবাদমাধ্যম এক্সপ্রেস ট্রিবিউন সরকারি সূত্রের বরাতে জানিয়েছে, ভবিষ্যতে ভারতের সঙ্গে যেকোনো মঞ্চে ক্রিকেট ম্যাচ না খেলার অবস্থান নিতে যাচ্ছে পাকিস্তান। সরকারের অবস্থান বিষয়ে ধারণা দেওয়া হয়েছে, এমন ব্যক্তিদের একজন সংবাদমাধ্যমকে বলেন, 'কোনো টুর্নামেন্টেই আমরা ভারতের সঙ্গে খেলব না, যতক্ষণ না ওরা পাকিস্তানে এসে খেলতে চাইবে।'

২০২৩ এশিয়া কাপের আয়োজক ছিল পাকিস্তান। কিন্তু ভারত সরকার সে দেশে দল পাঠাতে রাজি না হওয়ায় টুর্নামেন্টটি 'হাইব্রিড মডেলে' পাকিস্তানের সঙ্গে শ্রীলঙ্কাতেও অনুষ্ঠিত হয়। ভারত সরকার ২০২৫ সালের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতেও হাইব্রিড মডেলে আগ্রহী। এ ক্ষেত্রে ভারতের ম্যাচগুলো সংযুক্ত আরব আমিরাতে খেলতে চায় তারা। কিন্তু পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড এ দফায় আর রাজি নয়। গত বছর ভারতের অনড় অবস্থানের কারণে পুরো এশিয়া কাপ আয়োজন করতে না পারলেও বছরের শেষ দিকে বিশ্বকাপ খেলতে ভারতে ঠিকই দল পাঠানো হয়েছিল, এখন আর কোনো আপস নয়-এমন অবস্থানই নিয়েছে পিসিবি।

এক্সপ্রেস ট্রিবিউন বলছে, ভারত ক্রিকেট দলের পাকিস্তানে খেলতে না আসার সিদ্ধান্তে পাকিস্তান সম্ভাব্য সব ব্যবস্থা নেওয়ার কথা ভাবছে। এর মধ্যে আছে আইনি ব্যবস্থা এবং অলিম্পিক গেমসও। ভারত সরকার গত মাসে ২০৩৬ অলিম্পিক আয়োজনের আগ্রহ প্রকাশ করে ইনটারন্যাশনাল অলিম্পিক কমিটিতে (আইওসি) চিঠি পাঠিয়েছে। পাকিস্তান সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, ভারত সরকারের আন্তর্জাতিক ক্রীড়া ইভেন্টকে রাজনীতিকরণ নিয়ে আইওসির কাছে বক্তব্য তুলে ধরবে তারা।

আচার-আচরণ ভালো নয়

গম্ভীরের: মাঞ্জরেকার

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ক্রিকেটের বাইশ গজে কঠিন সময় পার করছে ভারত। নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে তিন ম্যাচ টেস্ট সিরিজে ধবলধোলাই হয়েছে তারা। পরে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষেও দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি হেরেছে। এতকিছুর পরেও দমে যাননি দলটির হেড কোচ গৌতম গম্ভীর। তবে তার উঁচু গলায় কথা বলাটা মেনে নিতে পারছেন না দেশটির সাবেক ক্রিকেটার সঞ্জয় মাঞ্জরেকার। নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে দলের এমন অধপতনের পর গম্ভীরের সরাসরি সমালোচনা করেন মাঞ্জরেকার। নিজের টুইটার একাউন্টে তিনি জানান, আচার-আচরণ ভালো নয় গম্ভীরের। পাশাপাশি কোথায় কেমন শব্দ ব্যবহার করতে হবে তাও জানেন না ভারতীয় হেড কোচ।

ভারতীয় এই ধারাভাষ্যকার লিখেছেন, 'মাত্রই গম্ভীরের সংবাদ সম্মেলন দেখলাম। বিসিসিআইয়ের জন্য সবচেয়ে ভালো হয় যদি তারা তাকে এই দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দিয়ে শুধু পর্দার পেছনে কাজ করতে দেয়। তার আচার-আচরণ যেমন ভালো নয়, তেমনি কখন কী শব্দ ব্যবহার করতে হবে সেই জ্ঞানেরও অভাব আছে। আমি মনে করি, রোহিত ও আগারকার ওর চেয়ে অনেক ভালোভাবে সংবাদমাধ্যম সামলায়।'

এর আগে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ধবলধোলাই হওয়ার ব্যাখ্যায় সংবাদ সম্মেলনে এসে গম্ভীর বলেছিলেন, 'আমি এখানে বসে নিজেদের পিঠ বাঁচানো কথাবার্তা বলব না। আমি মনে করি, আমরা তিন বিভাগেই ওদের কাছে পাত্তা পাইনি। ওরা আমাদের চেয়ে যে বেশি পেশাদার ছিল, সেটি মানতেই হবে। আমাদের নিয়ে সমালোচনা হচ্ছে, আমরা তা মেনে নিয়ে সামনে এগিয়ে যাব।'

পন্টিংয়ের উপর

যে কারণে ক্ষেপলেন গম্ভীর

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ভারত অস্ট্রেলিয়ার সিরিজ মানেই কথার লড়াই চলবে। এবারও এর ব্যাতিক্রম ঘটেনি। বর্ডার-গাভাস্কার সিরিজের আগে দুই দলের কথার লড়াই শুরু হয়েছে। তাতে আজ যোগ দিলেন ভারতীয় কোচ গৌতম গম্ভীর। বেশ কড়া ভাষাতেই জবাব দিলেন প্রেস কনফারেন্সে এসে। কিছুদিন আগেই ঘরের মাটিতে নিউজিল্যান্ডের কাছে ৩-০ ব্যবধানে টেস্ট সিরিজ হেরেছে ভারত। সেই ক্ষত না শুকাতেই অস্ট্রেলিয়ায় সিরিজ খেলতে গেছে ভারতের এ দল। সেখানে জাতীয় দলের একাধিক তারকা থাকার পরেও দুই ম্যাচের সিরিজে হোয়াইটওয়াশ হয়েছে ভারতের দলটি। এ দিন প্রেস কনফারেন্সে সাংবাদিকদের প্রশ্নবাণ সামাল দিতেই কি না রুদ্রমূর্তি গম্ভীরের। কদিন আগে বিরাট কোহলিকে নিয়ে রিকি পন্টিংয়ের মন্তব্যের জবাবটাও কড়া সুরে দিলেন ভারতের কোচ। সম্প্রতি সাবেক এই অজি অধিনায়ক বলেছেন, 'আমি বিরাটকে নিয়ে একটা স্ট্যাট দেখলাম। সেখানে বলা হয়েছে যে ও (কোহলি) গত পাঁচ বছরে মাত্র দুটি টেস্ট সেঞ্চুরি করেছেন। এটা আমার কাছে সঠিক তথ্য বলে মনে হয়নি। তবে যদি তথ্যটা সত্যি হয়, তবে আমি বলব যে এটা উদ্বেগের বিষয়।'

এমন মন্তব্য নিয়ে গম্ভীরের প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'ভারতীয় ক্রিকেটে সাথে রিকি পন্টিংয়ের কি কোনও সম্পর্ক আছে? আমার মনে হয়, তার অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট নিয়ে ভাবা উচিৎ, বিরাট এবং রোহিতের জন্য কোনও চিন্তা নেই। আমি মনে করি তারা খুব শক্ত মানুষ। তারা ভারতীয় ক্রিকেটের জন্য অনেক কিছু অর্জন করেছে এবং ভবিষ্যতেও অর্জন করবে।'

স্বত্বাধিতকারী, প্রকাশক, মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৮৩৮২০৩১
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR